বরসার আয়োজন

বাংলা কবিতা ডট কম

বরষার আয়োজন

প্রথম পিডিএফ সংস্করণ অক্টোবর ২০১৪ ইং
সম্পাদনায় আশফাকুর রহমান পল্লব

প্রচ্ছদ ও অন্যান্য অংকনে আরিফিন বাবু

বিচারকমণ্ডলী অরুণ কারফা
কবীর হুমায়ূন
মিমি
সুদীপ তন্তুবায় (নীল)
রইসুদ্দিন গায়েন
সাইদুর রহমান
সুবীর কাশ্মীর পেরেরা

বইটির সর্বসত্ত্ব http://www.bangla-kobita.com

"বর্ষাপ্রেমী সকল বাঙ্গালীর উদ্দেশ্যে বইটি উৎসর্গ করা হলো"

ভূমিকা নয় মূল্যায়ন

কবীর হুমায়ূন

"আমি কবি, আমি অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন, আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারে সে বাণী ন্যায়দ্রোহী নয়, সত্যাদ্রোহী নয়। সত্যের প্রকাশ নিরুদ্ধ হবে না। আমার হাতের ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নি-মশাল হয়ে অন্যায় অত্যাচার দগ্ধ করবে...।" - কাজী নজরুল ইসলাম

বাংলা-কবিতা ওয়েবসাইট-এর প্রিয় সহযোদ্ধা বন্ধুগণ! অনন্ত শুভেচ্ছা সকলের প্রতি নিরন্তর। প্রযুক্তি আর মননশীল চেতনার সমন্বয়ের এক নতুন অধ্যায় শুরু করেছে 'বাংলা-কবিতা' ওয়েবসাইট। সত্য ও সুন্দরের অনাবিল ও বিমূর্ত পরশের বন্ধনে আমরা পরস্পর বন্ধু এবং একই লক্ষ্যের সহযোদ্ধা। শব্দকে একত্রিত করে, মনের মাধুরী ও কাব্যিক রূপ প্রয়াসে আমরা বাংলা-কবিতা ওয়েবসাইটে লিখে আসছি। আমাদের আশা, এই লক্ষ্যে যারা আগামীতে এই কবিতার আসরে আসবেন, তারাও সত্য ও সুন্দরতায় ক্রিয়াশীল থাকবেন।

মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশের ভাব ও ভাষা পাল্টাবে, পাল্টাবে তার সৌকুমার্য অগ্রগতির পথে; শাণিত হবে তার লেখনী, তাড়িত হবে বিবেকবোধ, প্রসারিত হবে চেতনার উজ্জ্বলতা। এইভাবেই এগিয়ে আসবে সত্য ও সুন্দরের ভাবনার সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা। এ চাওয়া আমাদের আজন্মকালের লালিত কামনা।

আমাদের প্রিয় এডমিন (জনাব আশফাকুর রহমান পল্লব এবং পাগল কবি নামে খ্যাত) এবং তার বিদুষী সহধর্মীনি মৌসুমি রহমান ইকরার অতুল উৎসাহের ফসল বাংলা-কবিতা ওয়েবসাইটখানি ২০০৯ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি জন্মলাভ করলো। এই ওয়েবসাইটে প্রায় ৩৫০০ এর বেশী কবি নিবন্ধিত হলেও প্রতিদিন নিয়মিত কমবেশি একশত জন কবি, তাদের কবিতা এখানে প্রকাশ করছেন। আমাদের লেখা কবিতার মান তার স্বকীয় প্রভায় ক্রমান্বয়ে উন্নতির সোপানে উপনীত হোক, এই আমাদের কামনা।

এডমিনের ভাষায় বলতে হয়- ". . . কিন্তু পথ এখানেই শেষ হবার নয়। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে আরও সামনে, আরও বড় কোনও লক্ষ্যের দিকে। তবে, ভবিষ্যতের তাড়নায় বর্তমান থেকে বিচ্যুত হলে চলবে না।"

আমরা নৈরাশ্যবাদের পিছুটান চেতনাকে দূরে ঠেলে দিয়ে আশাবাদী হতে চাই আগামী প্রতিটি দিনের জন্য। 'বরষার আয়োজন' নামে বর্ষা ঋতুকে স্মরণ করে একটি পিডিএফ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা পোষণ করেছেন প্রিয় এডমিন। কবিতার আসরের পিডিএফ-এর পথিকৃৎ আমাদের আসরের কবি জনাব আবু সঈদ আহমেদ-এর প্রথম প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকানোর মতো প্রয়াস থেকেই শুরু। আমাদের প্রিয় এডমিন ইহাকে আরও ঔজ্জ্বল্য প্রদান করবেন। আশা করি, মানুষের অমিত আকাঙ্ক্ষার সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাবে ' বাংলা-কবিতা' - কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট।

আসরের কবি বন্ধুদের অভিনন্দন; যারা এখানে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং এই পিডিএফ সমৃদ্ধ করার জন্য সহযোগিতা করেছেন। এই প্রেক্ষিতে কবিতার আসরের সকল কবি, শুভানুধ্যায়ী, অতিথি পাঠক এবং যে সকল কবিগণ সময় ও শ্রম দিয়ে এ পিডিএফ-এর জন্য কবিতা বাছাইয়ে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন; সকলকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকুন এবং সুন্দর থাকুন।

“আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে-
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, ‘সুন্দর’ -
সুন্দর হলো সে।” - শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সূচীপত্র

অকাল ফাগুন ৮

আজ এই শ্রাবণে..৮

অকাল শ্রাবণ ৯

অঝোর ধারায় বৃষ্টি ১০

অণু কবিতা ‘বৃষ্টি’.. ১১

অবিরত ধারা ১২

অবেলার বৃষ্টি..১৩

আজ তুমি প্রহসন..১৪

আজ বৃষ্টিতে ভিজবো বলে ১৫

আজও কি মন খারাপ তোমার..১৬

আজি বরষার আয়োজন ১৬

আত্মবর্ষণে সিক্ততা..১৭

আনন্দের বর্ষা বেদনার বৃষ্টি..১৭

আষাঢ়ের আগমনে ১৮

বর্ষা ১৮

আমি- স্মৃতি ও সে..১৯

আষাঢ় এর জল বধূর রূপের প্রসাধনী ২০

আষাঢ়ের কৃষক এবং তার সাদা রূপসী..২১

http://www.bangla-kobita.com

আয়োজন..২১

ইতিহাসের গন্ধমাখা বর্ষা ২২

ঋতুরাণী বর্ষা ২৩

এই বর্ষায় ২৩

এই শ্রাবণে..২৪

এক ফোঁটা শুদ্ধ জল ২৫

এখানে বাদল নামে..২৬

এলো বরষা..২৭

এসো বরষা..২৭

ঐ আসে প্রিয় বর্ষা ২৮

ওগো মেঘদূত ২৯

কাদা মাটিতে বৃষ্টি কাব্য ২৯

কোকিলার বৃষ্টি ৩০

ক্ষণিকের দেখা ৩১

বিনাশী জলের মালা..৩১

ক্ষণজন্মা বৃষ্টি ৩২

ক্ষুব্ধ বর্ষা ৩৩

খোলাকেশে ভুবন ঢেকে ৩৩

জল ভরা বরষায়..৩৪
জলনগরী..৩৪
ঝমঝমাঝম বৃষ্টি পড়ে..৩৫
ধরণীর ক্যানভাসে বৃষ্টির লেখা কবিতা..................................৩৬
নিরাপদ দূরত্ব ৩৭
প্রস্তাব...৩৭
প্রাবৃষা প্রসর্পণ..৩৮
মেঘ বৃষ্টির কাব্য ৩৯
বাদল সংগীত ৪০
বানভাসি ৪১
বিরহিণী ৪৩
বরষা ৪৩
বরষা ৪৪
বরষা রানী..৪৪
বর্ষা ৪৫
বর্ষা ও প্রাইভেসি ৪৬
বর্ষা রাঙ্গানো জীবন ৪৭
বর্ষাকাল...৪৮
বর্ষাপরী ৪৮
বর্ষামঙ্গল..৪৯
বর্ষার আগমন ৪৯
বরষাক্ষণে.. ৫০
বর্ষার আগমন ৫১
বরষার আয়োজন...৫২
বরষার আহ্বান.. ৫৩
বর্ষার ছড়া... ৫৩
বর্ষার খেলা ৫৪
বরষার আয়োজন... ৫৫
বর্ষার আয়োজন...৫৬
বর্ষার কাব্য ৫৭
বরষার দিনে...৫৯
বর্ষার কবিতা ৬০
বর্ষার বৃষ্টিতে..৬১
বরষার মেয়ে ৬২
বর্ষার রূপ ৬৩
বরষায় অনুপমার বিচিত্র জীবন..৬৪
বর্ষায় সিক্ত হৃদয়..৬৫
বৃষ্টি..৬৬
বৃষ্টি ও পাপবোধ ৬৬
বৃষ্টি..৬৭

http://www.bangla-kobita.com

বৃষ্টি..৬৮
বৃষ্টি অপ্রয়োজনীয় ৬৯
বৃষ্টি কাব্য ৭০
বৃষ্টি তুমি ধন্য ৭১
বৃষ্টি- ছোঁয়া...৭১
বৃষ্টি ভেজা ছুটির দিন...৭২
বৃষ্টি ভেজা মিষ্টি প্রেমের গান..৭৩
বৃষ্টিতে ভিজে এস প্রিয় ৭৪
ভরা বর্ষার খরস্রোতে...৭৪
বৃষ্টির জন্য ৭৫
বৃষ্টির দিনে...৭৬
মিনতি ৭৬
মাতাল মন..৭৭
মিলন হবেই একদিন ৭৮
মেঘলা আকাশ...৭৯
মধুরতা..৮০
রিম ঝিম নাচে ৮১
রিমঝিম বর্ষা ৮২
শ্রাবণের এক আকাশে তিন চাঁদ...৮৩
শ্রাবণের বানে ৮৪

http://www.bangla-kobita.com

হে বরষা...৮৪
বৃষ্টি নূপুর..৮৫
তবে কী বর্ষা আসবেনা ৮৬

অকাল ফাগুন

- সমর চট্টোপাধ্যায়

শ্রাবণ ধারায় কে তুমি এলে গো, তপ্ত তাপনে এলে
খর দাবদাহে শীতল ছোঁওয়ায়, তৃপ্তি নিয়ে এলে
তুমি এলে, নিয়ে সাথে
জীবনের সঙ্গীতে
দূর হল তৃষা সবার
উঠলো যে প্রাণ মেতে
অসময়ে সবার মনে, অকাল ফাগুন এল
ভরা বাদলের আগমনে, মন সুর খুঁজে পেল
আমি ছিলাম আশা নিয়ে, মন- বীণার তার বেঁধে
সে বীণায় সুর দিলে
যেও নাগো তুমি চলে, ব্যথা দিও না প্রাণে
মেতো না অকালের এই , ফাগুনের অবসানে
যে ফাগুন এনেছো গো
অকাল যদিও জানি
তবু তুমি কেড়ো নাগো
মনের বীণা খানি
যে সুর বেঁধেছি মনে, বোবা হয়ে যাবে গানে
তুমি তাকে কেড়ে নিলে
বরং মনের বীণায় সুর তুলে তুমি
বারিধারা দাও ঢেলে।

http://www.bangla-kobita.com

আজ এই শ্রাবণে

- শ্যামলেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

যে লোকটা দেখে এসেছে নিরন্ন আকাশ
খুঁজে পায় নি কোনদিন একটুকরো ধ্রুবতারা- মেঘ যাপন
টুকরো- টাকরা টালির ফাঁকে আজ এই শ্রাবণ
স্বপ্নের বর্ষা তার ঘরে এনেছে অবিরাম বাদল –

যে লোকটা ধোঁয়াশায় ভরিয়েছে ভবিষ্যত
জোটে নি একমুঠো মেঘ- রঙ্গা সোনালী স্বপ্নমাখা দিন
আজ সারা রাত তার ঘর বেয়ে বাদলের অবিরাম শোধ ঋণ
কাল সারা রাত আজ সারা দিন ধুয়ে দেওয়া ধারাপাত
স্বপ্নের বর্ষা তার ঘরে এনেছে অবিরাম মাদল –

যে লোকটা স্যাঁতস্যাঁতে কাঁথায় বর্ষা দেখেছে আজীবন
ভেজা চোখের নিচে দেখেছে খরার স্বপ্ন ক্ষরণ
জোটে নি একমুঠো মেঘ- রঙ্গা সোনালী স্বপ্নমাখা দিন
আজ সারা রাত তার ঘর বেয়ে বাদলের অবিরাম শোধ ঋণ
- অবিরাম শোধ ঋণ !

অকাল শ্রাবণ

- মিমি

মেঘলা আকাশ
অকাল শ্রাবণ
অঝোর ধারায়
অবিরাম বর্ষণ !
জল থইথই মাঠ
মনের দরজা হাট ।

নূপুরের রিনিঝিনি
তুমিই এলে জানি
জানলেই বা কি হবে !
বৃষ্টি নেমেছে সবে

তপ্ত আদুর গায়ে
বৃষ্টি শীতল পায়ে
নেচে নেচে চলে যায়
পুলকিত ইশারায় ।

বৃষ্টির কাছে ঋণী
তুমি থাকবে সারাদিনই
আমার আউল বাউল মন
কেবল কাঁদে সর্বক্ষণ

http://www.bangla-kobita.com

বিদ্যুৎ চমকায়
সম্বিৎ ফিরে পায়
তুমি বৃষ্টি ধারায় থেকো
আর আমায় মনে রেখো ।

মেঘ বৃষ্টির খেলা
আমার কাটে সারাবেলা
তুমি এসেই বলো যাই...
আমার ভাল্লাগে না, ছাই !

আমার চিলেকোঠার ছাদে
এ মন যে শুধুই কাঁদে
কান্না শেষে হাসি
তবে কি তোমায় ভালবাসি!

অঝোর ধারায় বৃষ্টি

- সঞ্জয় ভট্টাচার্য

বৃষ্টি বৃষ্টি অঝোর ধারায় বৃষ্টি
ঝরে পড় চির- মরু মনে
জাগাও প্রাণের সৃষ্টি।

বানভাসি নদী
থই থই মাঠ
জলে ভরা পথ
ফাঁকা ফাঁকা হাট
কালো কালো মেঘ ছুটে আসে ঐ
আবারও আসবে বৃষ্টি -
ঝরুক
অঝোর ধারায় বৃষ্টি।

হাওয়ায় দোলে গাছ
অপার আনন্দ আজ
চড়ুই শালিক উড়ে- উড়ে গায়
ভিজে ভিজে কাক আকাশেতে চায়
ঝরাপাতা ধুয়ে মুছে যায়
পুরানো দিন শেষ হল হায়।

মাঠে মাঠে ওঠে সবুজের গান
ডেকে ডেকে আন্ নবীন প্রাণ

http://www.bangla-kobita.com

আনন্দ ধারা বয়ে আনে বৃষ্টি
আজি হল নতুন প্রাণের সৃষ্টি।

গুন গুন করে গান আজি গাই
কোথা আছ তুমি,   কোথা তোমা পাই
সবাই এসো গলা খুলে গাই
নবীন প্রাণের সৃষ্টি
হোক না আবারও বৃষ্টি।

অণু কবিতা ‘বৃষ্টি’

- শাহানারা রশিদ

মেঘ বাহনে বার্তা আসে
বৃষ্টি মেয়ের কানে
নিঝুম রাতে ঘুম আসে না
ঝিঁ ঝিঁ পোকার গানে।

রিম ঝিমি ঝিমি বাদল দিনে
আহা এ কোন্ জ্বালা
জানি না কেউ খুলবে কিনা
বন্ধ মনের তালা!

জল- কাব্যের নোলক নাকে
মেঘ বালিকা নাচে
ইচ্ছে হলেই যায় কি যাওয়া
মন- বধূঁয়ার কাছে?

বুকের ভিতর বৃষ্টি বিলাস
ছন্দ সুরের খোলা
স্বপ্ন সুতোয় মালা গেঁথেই
যায় যে কেটে বেলা।

কদম ফুলে সাজিয়ে খোঁপা
কোন্ সুদূরে ছুটি

http://www.bangla-kobita.com

ইচ্ছে হয়ে মেঘ –পায়রা
করে লুটোপুটি।

অভিসারে যায় বধূয়া
ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে
জল- সাগরের রাতে ভেসে
আসবে কি কেউ ফিরে?

অবিরত ধারা

- শহীদুল হক

অবিরত ধারা মিলন- তাড়নায়
ভেসে যায় ক্লেদাক্ত খড়কুটো,
বুকে বুকে ঘর্ষণে ঘটুক বজ্রপাত
তবুও ধেয়ে যায় মেঘদুটো,
যদিও ঈশানে ঝড়ের সংকেত
তবুও বিদায় নিয়েছে ভয়,
পরাজয় যত মেঘের আড়ালে,
চাতকের নাগালে বিজয়।
ফেলে আসা পথে অভিমান যত
একে একে হয়েছিল জমা,
ভেজা বনফুল পাঠায় গন্ধ- বার্তা,
' করে দিয়ো সবকিছু ক্ষমা' ।
হৃদয়ের অবিরত বাদলধারা,
আকাশের সাথে তার পাল্লা,
কাঙ্ক্ষিত ঘাটে আজ ভেড়াবেই তরী
শপথ নিয়েছে মাঝিমাল্লা,
জুঁইবনে সেই হারানো ফুলখানি
পাঠিয়েছে তার গন্ধদূত,
' প্রতীক্ষায় আছে সঞ্চিত মধু,
পারানীর ঘাটে তরী প্রস্তুত।'
প্রবল ঢেউ আছড়ে পড়েছে বুকে

http://www.bangla-kobita.com

ছাপিয়ে গিয়েছে দুই কূল,
ক্ষমা- সুন্দর চোখে চেয়ো মুখপানে
ঘাট চিনতে হয় যদি ভুল।

অবেলার বৃষ্টি

- অরূপ গোস্বামী

অ কুড়ানি ভাত ঘুমানি
উঠ চাঁড়ে ই বেলা
দেখ বাহারে, বারিষ ঝরে
ভিজল যে ধানগুল্যা ।
ধান সিঝাঁয়ে, ধান শুখাঁয়ে
ভুলেই গেলি তুলতে ?
না শুনে কথা, কাচলি কাঁথা
বিছনা পাবি পাততে ?
দেখবি তো আয়, ঘর ছামুটোয়
লদীর পারা জল
নেড়িগুল্যা যাঁয়ে, লেজ গুটায়ে
ঢুকছে মরাই তল ।
আসমান ফাঁড়ে, ঝরঝর ঝরে
কড়কড়্যা বাজ পড়ে
শনশন্যা ঝড়, উড়াল্য যে খড়
মুদের গুয়াল ঘরে ।
মড়মড় করে, গাছ ভাঙ্গে পড়ে
ধড়পড় করে বুক
ক্ষেতে হবে বান, রুঁয়া যাবে ধান
ইটুকুই মুদের সুখ ।
সঞ্ঝ্যা নামার, আগেই আন্ধার
কেরাসিন বাতি জ্বাল
গটা রাত ধরে, বারিষের পরে
দেখবি নয়া সকাল ।

http://www.bangla-kobita.com

কিছু শব্দার্থ:

চাঁড়ে (তাড়াতাড়ি); বাহারে (বাইরে); সিঝাঁয়ে (সিদ্ধ করে); শুখাঁয়ে (শুকনো করে); ছামুটোয় (সম্মুখে); লদীর (নদীর); মরাই (ধানের গোলা); ফাঁড়ে (বিদীর্ণ করে)

আজ তুমি প্রহসন

- মল্লিকা রায়

বর্ষা!!! তুমি পরিপাটি সুখ ধনীর, নিঃস্ব আমি,
চাল- চুলো যতটুক বাকী প্রকট কর সমক্ষে।
বছরের আয়োজন সব ছারখার তোমার রোষে।

গত দাবদাহে তোমার স্নিগ্ধতার প্রত্যাশা গুলো,
দাপাদাপি নিয়ে কত মুগ্ধতা স্নানের সাওয়ার
তখন আমার চেতনায় ভরাট পুকুর হয়েছো তুমি,
কত উদোম সুখ তোমার যৌবনে কত রোমাঞ্চ–

কলেজ ফেরা পথে তুমিই দিয়েছিলে প্রথম প্রেম--
সেই রাধাচূড়া গাছের নীচে, একদা, কি রোমাঞ্চ তুমি!!
একটাই ছাতা ভেঙে চুরে একশা অথচ এমন ভাবিনি
সেই প্রথম অধর ছোঁওয়া উষ্ণতা, ঋণী আমি আজও।

তারপর কত গল্পশতক পার করে আমরা দম্পতি
কিছুদিন ছিলে খুব প্রিয় আমাদের কিছু বার্ষিকী।
প্রথম খিচুড়ি ইলিশের ভোগ আর উচ্চগ্রাম পিয়ানো
আর কত বিছানা খুনসুটি, পিয়ানোটা আছে আজও-
জানো, বর্ষা হলেই , ও বড় ভালো গান গাইতো!
আর খিচুড়ি ইলিশের বায়না করত খুব----

বারান্দায় এসে কখনো টবগুলোকে স্নান করাতো,
কখনো নিজেই নেমে পড়তো বৃষ্টির ছাতে ক- ত ভঙ্গি

http://www.bangla-kobita.com

আমাকেও নামাতো জোর করে, ভিজতেই হবে----
কত ব্যাখ্যা- বৃষ্টির জল নাকি পিউরিফাইং, বডি ফ্রেশার!

এসব কথা তোমায় বললাম কেন??সে অবশ্য-
অনেক পুরানো কথা, আজ তুমি আমার শত্রু-
কারণ, আমার ছাদের টালি অনেকটা ভাঙা
বারান্দার ছাউনিটা গেছে উড়ে বৈশাখী ঝড়ে-
এমনই এক ঘোর দুর্যোগ নিয়েছে প্রেম, আমার--
মানসপ্রতিম, যে আমায় দু দণ্ড শান্তি দিয়েছিল।

সেই দু দণ্ড শান্তি আজ শুয়ে আছে তোমার বালখিল্যে-
- অযথা কেন আমার দৈন্য প্রকট করো??

আজ বৃষ্টিতে ভিজবো বলে

- নীলমেঘ

আজ বৃষ্টিতে ভিজবো বলে
ছুটে যাই পথের ধারে
ঝড়ো হাওয়া,   তুমুল বৃষ্টি
আমাকে ফিরিয়ে দেয়
তবু আমি হারিয়ে যাই
দোদুল্যমান মনের ধারায়!

আজ বৃষ্টিতে ভিজবো বলে
দৌড়ে যাই সিঁড়ির প্রান্তে
ধাপে ধাপে প্রতি ধাপে
হারানো স্মৃতি ফিরিয়ে নেয়
আমার অগ্রসর পদক্ষেপ
তবু আমি পালিয়ে যাই
তোমার প্রতীক্ষমাণ ধারায়!

আজ বৃষ্টিতে ভিজবো বলে
খুঁজে পাই অঝোর ধারা
মানসিক উন্মাদনা বেড়ে যায়
কাছে পাবার প্রত্যাশায়
গৃহবন্দীর মুক্তির আশায়
আমি হারাই বারিধারায়!

http://www.bangla-kobita.com

আজ বৃষ্টিতে ভিজবো বলে
দাড়িয়ে থাকি দরজার পাশে
তোমার আসার অপেক্ষায়
সময়ের দ্বারে বিস্মৃত আমি
পাইনি তোমায় আমার পাশে তাই
বৃষ্টিতে ভেজা হলো না আমার!

আজও কি মন খারাপ তোমার

- তাজুল ইসলাম

আজও কি মন খারাপ তোমার
বেশ যে ভারি মুখ করে আছ,
বৃষ্টির প্রতীক্ষা সর্বত্র, গুমট বাতাস
পাখিদের প্রতীক্ষা দেখছি ব্যস্ত ছোটাছুটি
গৃহ বধূ কাপড় শুকোতে কপাল কুচকে
তোমার দিকে চেয়ে আছে সন্দিহান
ছাতার অভাব পথচারীর মনে,
চোখ চলে যায় উপরের দিকে বার বার
যেন মেঘের আকার দেখে বুঝে নিতে চায় সময়ের হিসেব,
গলির বাচ্চাদের হুল্লোড়ের গতি অলক্ষ্যেই বেড়ে চলে
বৃষ্টি এলেই লুটোপুটি!
সবাই তোমার মুখের দিকে চেয়ে,
আজও কি মন খারাপ তোমার?

http://www.bangla-kobita.com

আজি বরষার আয়োজন

- মিতা চ্যাটার্জী

রিমঝিম সুরে নীলাকাশ জুড়ে তোমার ছন্দবাণী,
ছড়ালে আশিস করুণা ধারায় স্নিগ্ধ মোদের ধরণী।
মাঠ ঘাট আর খাল বিল যত পূর্ণ তোমার ছোঁয়ায়,
নদ নদী গুলি মুখরিত হল তোমার সজল মায়ায়।
বৃক্ষরাজিরা পান্নার সাজে তোমাকে করেছে বরণ,
কদম, কেতকী, জুঁই, চাঁপা, বেলি পরশে তোমার চরণ।
যমুনার তীরে তমালের ছায়ে সেই চির চেনা সুর,
উদাসিনী রাধা তোমাতে মগন রুনুঝুনু বাজে নূপুর।
আদরে সোহাগে প্রকৃতি রানী নব পরিণীতা বধূ,
অলিরা উঠেছে গুনগুনিয়ে বুকেতে পরাগ মধু।
লাজে রাঙা আজ নবোঢ়া কৃষাণী তোমার আগমনে,
স্বপ্নের বীজ বুনবে কৃষক বরষার আয়োজনে।

আত্মবর্ষণে সিক্ততা

- শাহাদাত চৌধূরী

সঘন আষাঢ়ের মুখরিত সন্ধ্যায় নেমেছে নোঙ্গর তার
শত কামনার, কখন আসবে নিশ্চল নিশুতি রাতি?
রিমঝিম ছন্দধারা, কদম্ব শাঁখের সোনালী মুক্তাদানা
আর কলমি লতার সাথে মায়াবী সাপের আলিঙ্গন,
শিহরন এনেছে তার সলাজ চাহনির মনোতপোবনে।

জলনূপুরে তা ধিন তালে নেচে চলা ঐ চির চেনা নদী।
থৈ থৈ বিল, আড়ষ্ট পদ্মের চুমু খাওয়া জল,
পানকৌড়ির ডুবসাঁতার, জবুথুবু কাকের জড়াজড়ি,
ঝড় তোলে দিয়েছে তার শুভ্র পাঁজরের ঠিক মাঝখানটায়।
মহা আঁধারের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসা নিঝুমতার অপেক্ষা।

টুপটুপ ঝিমঝিম, মধু মিলনের সুরেলা লহরি খেলা।
শাপলার নোলক নাকে, জলবতী ঝিলের ইঙ্গিতপূর্ণ চাহনি।
ওদিকে বাঁশঝাড়ের তলে কোলা ব্যাঙের একটানা পালা গান
যেনো প্রেমাতুর রাগিণীর এক বিমূর্ত প্রকাশ।
রাতের গাঢ়তা বাড়ার অন্তহীন ইচ্ছা তার হৃদয় জুড়ে।

অবশেষে ঘনঘোর কৃষ্ণ আলোয় পূর্ণতা পেল তার আকাশ।
চরম বরষা এলো তার অচিরল বুকে।
কে যেন কানে কানে বলে গেলো, ‘ হবে’ ।
লোমশ ছুঁয়া, তপ্ত শ্বাসের ওমে রচিত হলো সপ্তস্বর্গ বাসর।
আপন বর্ষায় ভিজলো সে খুব, তৃপ্ত বর্ষণের স্নাতধারায়।

http://www.bangla-kobita.com

আনন্দের বর্ষা বেদনার বৃষ্টি

- ইচ্ছেডানা

কোনো এক বরষার বিকালে এক পলক দেখেছিলাম তোমাকে,
প্রথম দেখাতেই অনেকখানি ভালোবেসে ফেলেছিলাম তোমাকে।
ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির মতো ভালোবাসা সঞ্চিত হয়েছিল আমার মনে,
জানতাম না তোমারও কল্পনার জগতে বিরাজ করতাম আমি গোপনে।
এক বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় পূর্ণতা পেয়েছিল আমাদের ভালোবাসার মিলন,
সেদিন আমার মনে জেগেছিল অজানা আনন্দের শিহরণ।
একটু একটু করে ভালোবাসার গভীরতায় হারিয়ে গিয়েছিলাম দুজনে,
গোপনে ভালোবাসার এক সুন্দর জগৎ সৃষ্টি করেছিলাম দুজনের মনে।
ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি জমে একদিন যেমন সব ভাসিয়ে দেয় বন্যায়,
তেমনি হঠাৎ একদিন আমার জীবন থেকে তুমি ভেসে গেলে এক লহমায়।
তোমাকে খুঁজতে গিয়ে আমিও ভেসে যাচ্ছিলাম অশ্রু বৃষ্টির বন্যায়,
হঠাৎ বাধা পেলাম আমি সাথি হতে পারলাম না তোমার নিরুদ্দেশ যাত্রায়।
এখন বরষা এলে আনন্দিত হই ভালো লাগে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি,
সেই বৃষ্টির মধ্যে খুঁজতে থাকি তোমার সদা সহাস্যমুখ ও মায়াবী দৃষ্টি।
এখন শুধু স্মৃতি রোমন্থন করি আর চোখ ভাসে অশ্রুধারায়,
নিত্যদিন প্রার্থনা করি তোমার আত্মার শান্তি কামনায়।

আষাঢ়ের আগমনে

- রিক্তা রিচি কাব্য

বহু প্রতীক্ষার পর আষাঢ় এলো, বর্ষার আগমনী বার্তা নিয়ে
গ্রীষ্মের তপ্ত রোদকে দগ্ধ করতে, আকাশ গেছে কালো মেঘে ছেয়ে
ঈশান কোন থেকে উত্তাল জলরাশি নিয়ে নামবে বাদল
পুঁই লতা, জুঁই শাখের মুলের ফাঁকে উকি দেয় কোলা ব্যাঙের দল।
দমকা হাওয়া কালবোশেখীর রূপে এসে
গোলপাতা, কলাপাতায় ঘেরা কুটিরকে ভেঙ্গে দেয় নিমিষে।
পরক্ষণে অঝোর ধারায় ঝাপুর ঝুপুর করে নামে বাদল
শিয়াল মামা মনের সুখে বন্ধুদের সাথে বাজায় ঢোল।
আষাঢ়ের বাদল ধারায় স্নান করিতে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠে প্রকৃতি
তপ্ত মানবের দেহ শীতল করতে বিধাতারে করে মিনতি।
হাঁসের ঝাঁক শুভ্র পানি পেয়ে পুকুরে সাঁতার কাটে
পানকৌড়ি, গাংচিল পানিতে ডুব দিয়ে থাকে।
চুপি চুপি সাপ বাসা বাধে কচুরি পানার তলে
সাপের কামড়ে মরতে হয় যদি কেউ হাত দেয় ভুলে।
নীরব দুপুরে কিশোরী কলার ভেলা নিয়ে তোলে পদ্ম ফুল
ধানক্ষেত আর পাটক্ষেতের আলে জেলে পেতে রাখে জাল।
আষাঢ়ের আগমনে ধরা সাজে এক অভিনব সাজে
কদম, কেতকী, কেয়া ফুলেরা স্বপ্ন সাজায় মন মাঝে।

http://www.bangla-kobita.com

বর্ষা

- জয় সুন্দর মিত্র

বর্ষা এসেছে এবার শেষ জ্যৈষ্ঠে
বহু পথ পাড়ি দিয়ে যেন বহু কষ্টে !

পরিশ্রান্ত শরীরে এনেছে ভ্যাপসা গরম
তাইতো ফোটেনি এখনো হলুদ কদম ।

এখনো ভেজেনি মাটি, হয়নি কাদা
এখনো রাধা কে হয়নি শিউলি সাধা ।

মাঠে ঘাটে জল নেই, বর্ষা কোথায়
বর্ষা কি বাংলা থেকে নিয়েছে বিদায় ?

শিলাইদহে কুঠি বাড়ী আছে, নেই শুধু সেই বৃষ্টি
দাঁড়ালে জানালায় অঝোর ধারায় আটকে যায় না দৃষ্টি

হিজল কাঁদে, তমাল কাঁদে, কাঁদে নদী ও নালা
অন্ধ গলির বন্ধ ঘরের কাপড় উল্টানো বালা

মাঠে ময়দানে, নৌকার গুনে নেই আগের সেই রূপ
মাটি কেটে চোর খালকে করেছে অন্ধ মৃত্যুকূপ !

বর্ষা তুমি আসো জীবনানন্দ, নজরুলের বাংলায়
উজানের বাঁধ ভেঙ্গে পদ্ম, শালুক আর শুভ্র শাপলায়।

আমি- স্মৃতি ও সে

- তন্ময় সামন্ত

কথা ছিল,   একদিন কোপাইয়ের ধারে
বৃষ্টিতে ভিজবো দুজনে;
আর ছাতিম তলার জমা জলে
ভাসিয়ে দেব কাগজের নৌকো।

আমার কুটিরের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে
মেঘের আভাস পেয়েই
তুই মিশে গিয়েছিলি-
লাল মাটির রাস্তায়।
আর যাবার আগে তোর ডানা থেকে-
আমার শরীরে ছড়িয়ে দিয়েছিল
ভরসার সাতরঙ।

এখনো,   বহু বছর পরেও,
তোর জন্য বাষ্প জমাই,
মেঘ এলে আটকে রাখি
তিন পাহাড়ির বটগাছে।
কবিতার খাতার সব পাতাই
নৌকো হয়ে জমতে থাকে
সোনাঝুরির প্রান্তরে।

http://www.bangla-kobita.com

বৃথা মনে হয় হলকর্ষণ,
অবহেলায় পেরিয়ে যায় বাইশে শ্রাবণ।
শুধু বাড়তে থাকে দিনে দিনে
মনের ভেতর মেঘের পাহাড়।

আষাঢ় এর জল বধূর রূপের প্রসাধনী

- রুম্পা শিমুল

আষাঢ় মাসে ঈশান কোণে
মেঘ জমেছে ভারি,
কাজল কালো মেঘের তলে
কলসি নিয়ে ছুটছে, গাঁও এর পল্লী নারী ।

পূবে বাতাসে ধেয়ে গেছে
ধানের ক্ষেতের ঢেউ ,
রাখালিয়া গরু গোয়ালে ফেরায়,
মাঠে নাইকো কেউ ।

বিজলি চমকে ক্ষণে ক্ষণে
আসমান ঝরায় জল রাশি,
পল্লী বধূ' র রূপের ঝলক
যেন রাখালিয়ার সুরেলা বাঁশি ।

কাক ভেজা আঁচলে মুছে দিলো
পল্লী বধূ, শ্যামের বদনখানি,
মেঘে ডোবা সুরুজ আড়ালে হাসে
খেলা করছে জল বধূ' র রূপের প্রসাধনী ।

জল জল জল মশুল ধারা
ঝরছে দিবা- নিশি ,
টিনের চালে ঝুমুর ঝুমুর শব্দে
মন যেন আজ বেজায় খুশি ।

শ্যামের সুরে গীত গেয়ে যায়
বৃষ্টির তালে তালে,
পল্লী বধূ আজ আমেজে মাতাল,
জীবন পাতার পালে ।

http://www.bangla-kobita.com

আষাঢ়ের কৃষক এবং তার সাদা রূপসী

- নাইবা গেলো জানা

চারদিকে অন্ধকার নেমেছে এই মাত্র দিনে
যেন জড়াজড়ি সুয়ে আছে, রাত-
স্নাত স্তনে সাপেদের নোঙ্গর নামে
এই সাদা খুব সাদা রূপসীর
বুকে, এক ফোঁটা দু ফোঁটা

সর্বত্র কাঁচা পানি, আনছান ভেজা অহং
শুকিয়ে যায় স্পর্শে স্পর্শে, যেন এযাবৎ সকল মান
গলে গেছে উবে গেছে মুষলধারে
শরীরে মাটি লাগে, ভেজা মাটি প্রেমের

আমার কৃষক বুঝি সেই তাকে ছুবলে ছুবলে
রাতময় দিনময় করে গেছে ভার
অতিক্ষণ পার হলে সব ঘাম ভিজে গেলে
আষাঢ়ের সন্ধ্যা বাহার
ফিরে আসে ভেজা- চুলে গন্ধ তার বুকে বুকে সেই মাটির মতন
বৃষ্টিতে ভেজা দিন বৃষ্টিতে ভেজা রাত সহস্র মনের আলোড়ন

কথা বলে এক সাপ বেদনার সব ঝাঁপি বন্ধকরে বুঝি
পৃথিবীর সব তৃণ সোহাগে জানায় তাকে সম্মোহনের সূচি
এবার ফসলে ফসলে শরীর, সবুজে সবুজ, কাল রাত আলো হবে
সাদা রূপসীর।

http://www.bangla-kobita.com

আয়োজন

- সিয়ামুল হায়াত সৈকত

হিজল ফুল ও পাড়ায় পসরা সাজিয়েছে
আতালের ফড়িঙের দল নাইয়োর আনতে যায়
ঘাস পাতায় যৌবনের বান ডেকেছে
ঘাস পাতারা প্রেম চায়।

কোল জুড়ে মেঘেরা ঈর্ষা কয়
স্তন ফেটে কেউ এলো বলে -

ওপাশে অপেক্ষা করে ভাটশালিক
ওপাশে গন্ধম গুচ্ছের ঝাঁ অন্ধকার
ওপাশে আকাশ খুঁজে রাত কাটায়

কেউ এলো বলে -

ইতিহাসের গন্ধমাখা বর্ষা

- প্রবীর কুমার পাল

ঝিমঝিম রিমঝিম ঝমাঝম ,
রাতভর বৃষ্টি হরদম ,
থামে না যে বর্ষণ একদম ।
জানালার নীচে ছোট নদীটা দুরন্ত ,
ভরা যৌবন নিয়ে ছুটন্ত ।
রাতভর রূপালী বৃষ্টি ঝাঁক ঝাঁক ,
চপলা লাস্যময়ী নদীর দেহে বিচিত্র সব বাঁক ।
আমি সারারাত জেগে দেখি -
বিরামহীন বর্ষা আর ভরন্ত নদীর পরকীয়া বেবাক ।
ছুটন্ত নদী বয়ে নিয়ে চলে -
মেঘের বুক - নিংড়ানো উদ্দাম জলরাশি ,
এক অজানা প্রাণের টানে ;
উন্মুক্ত সাগরে বিসর্জনের আহ্বানে ।

আমি অবাক হয়ে দেখি আর ভাবি ,
সাগরের বাষ্পায়ন , আকাশগর্ভে মেঘের জন্ম -
আর মেঘের শরীর নিংড়ে বারিধারা বর্ষণ ।
জলধারার এই পুনর্জন্ম চলেছে বারংবার ,
চক্রাকারে হাজার কোটি বছর ধরে ,
আমাদের পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে ।
বর্ষণসিক্ত রাতে , এই দুকুল ছাপানো জলরাশির বুকে -
আমি ডুব দিয়ে খুঁজি সেই জলকণাগুলি ;

http://www.bangla-kobita.com

যারা জন্মেছিল সৃষ্টির আদিম বিস্ফোরণে ,
যেগুলি সিক্ত করেছিল আদম ও ইভকে -
মানবজাতির জন্মের শুভলগ্নে ।
খুঁজে ফিরি সেই জলবিন্দুগুলি , যারা -
সাফ করেছিল দুই বিশ্বযুদ্ধে রক্তাক্ত পৃথিবীকে ,
যারা ছোঁয়া পেয়েছিল -
শহীদ ক্ষুদিরাম , ভগত সিং আর নেতাজীর ।

রাতভর বৃষ্টিতে ভিজি আর ভাবি ,
জলেরও কি স্মৃতি আছে ?
যখন ভিজি আমি অঝোর বর্ষণে ,
আমাকে সিক্ত করে ইতিহাসের গন্ধমাখা -
স্মৃতিসিক্ত জলধারা টাপুর- টুপুর করে ।
তোমার কাজলা চোখের পলক ভেজানো বৃষ্টিবিন্দুতে ,
হয়তো ছুঁয়ে আছে কবিগুরু অথবা জীবনানন্দর পরশ !

ঋতুরাণী বর্ষা

- গীতিকার ডাঃ প্রবীর আচার্য্য নয়ন

বৃষ আর ' তি' যোগে বৃষ্টি, ' আ' যোগে হয়ে যায় বর্ষা,
মিথুন আর কর্কট রাশিতে আষাঢ় শ্রাবণে অমাবস্যা।
সারাদিন টিপ টিপ বৃষ্টি, ভাবছি মেঘেরা কি কাঁদছে?
বুঝি এই কান্নার সৃষ্টি, আকাশের বিরহ বোঝাচ্ছে।
বর্ষা ঋতু নয় মন্দ, বাতাসে কদমের সুঘ্রাণ,
মেঘেদের মাঝে লাগে দ্বন্দ্ব, শুষ্ক ধরণীটা পায় প্রাণ।
উচ্ছ্বল জলে ভরে তটিনী, কোথাও বন্যার হাহাকার,
পাল তুলে ভেসে যায় তরণী, থৈ থৈ বারিধির চারিধার।
মেঘেদের গুড়ু গুড়ু গর্জন, থেকে থেকে চমকায় বিজলী,
মায়েদের ঝাঁঝালো সে তর্জন, কেন তুই বৃষ্টিতে ভিজলি?
প্রিয়হীন প্রেয়সীর যামিনী, বালিশে করে রাগ বর্ষণ,
বৃষ্টিতে ভেজা কোন কামিনী, শিল্পীকে করে যে আকর্ষণ।
ঘ্যাঙঘ্যাঙ ডেকে যায় কোলাব্যাঙ, প্রজনন সময়ের বার্তা,
ছাতা আর বর্ষাতি ব্যবসায়, মেতে উঠে বিনিয়োগ কর্তা।
গৃহহারা ভিজে সারা রাত্রি, গৃহবাসী শুনে নব ছন্দ
পড়ালেখা রেখে শিক্ষার্থী, ভাবে আহা! আজ কী আনন্দ।
অভিমানে জন্মে যে সাদামেঘ, সুখ পেলে আঁখি জলে ঝরে তা-ই,
অপমান ও দুঃখের কালোমেঘ, অঝোরে ঝরে যায় বেদনায়।
গ্রীষ্মের দাবদাহ কমাতে, ঋতুরাণী আসে হেথা আষাঢ়ে,
দুইমাস বাংলায় কাটাতেই, বিদায়ের বাণী বলে চাষারে।

http://www.bangla-kobita.com

এই বর্ষায়

- সুবিনয় মুস্তফী

বৃষ্টির কলতানে এই ভিজে মাটির শরীরে-
শেষ ঘ্রাণ যদি মুছে ফেলে যাও,
শেষ বিকেলের মেঘে তোমার অপেক্ষা করব না।

অদ্ভুত আলোয় লৌকিক আদুরে জড়তায়-
যদি তুমি স্থির জলে ঢেউ তুলে মিলিয়ে যাও,
ঝরা পাতার শব্দে তোমার পায়ের শব্দ শুনব না।

একদিন হাজারো শ্রাবণ- দিন থাকবে তোমার,
তোমাতে তোমায় নিয়ে থাকবে
হাজারো গল্পের আহাজারি।
তোমার স্মৃতির চিলেকোঠায় ঠাঁই পাওয়ার অদম্য আশায়,
চোখ ঢেকে ভিজে কাক হয়ে যাবো-
বর্ষণমুখর ভেজা জোছনায়।

এই শ্রাবণে

- তানিয়া সরকার

সেই ,
হেমন্তের মৃদু শিশিরমাখা সকালে
তোমার ঈষৎ হাসির ওম বুকে নিয়ে,
শীতের নির্মোকতলে- ছায়া ছায়া সে মুখের আদলে,
ছেঁড়া- ছেঁড়া হৃদয়ে বেঁচে থাকা।
তাই ভাবছি এই শ্রাবণে -
লাভার পাত্রে চুমুক দিয়ে
চমকে দেবো ভীষণ রকম। আর তখন যদি-
শক্ত করে জড়িয়ে ধরো আমায়;
যদি বৃষ্টি ভেজা রাতে
নরম ঠোঁট ছুঁয়ে থাকে এ বুকের ‘ পরে । ঠিক তখন
ভালোবাসার অজর মন্ত্রে, কাঁচা শরীরে দেবো -
আগুন ! উল্কাপাতের আগুন !
তুমি সায় দিলে এই শ্রাবণে -
ছু’ মন্তর ছু’ মন্তর
ভিসুভিয়াসের অগ্নিদুয়ার
ভেঙে দেবো আঙুল ছুঁয়ে। আর তখন যদি
ঊর্ধ্ব গ্রীবায় মেঘ খোঁজো,
ঝিনুক ঝিনুক বৃষ্টি দিয়ে দুলিয়ে দেবো সাগর- দোলায় ।

http://www.bangla-kobita.com

তুমি সায় দিলে এই শ্রাবণে-
অনেক অনেক কিছু হতে পারে, হতে পারে
পাথরের বুকে বীজের অঙ্কুরোদগম ।

এক ফোঁটা শুদ্ধ জল

- ওয়ালিউল ইসলাম

পৃথিবী চায়...
আমি ক্ষমা চাই। বারবার ক্ষমা চাই।
এতো বর্ষাতে পৃথিবীটা শৈবালে ঢেকে গেছে
এখন কিছু শুদ্ধজল আমার কাছে
পৃথিবী চায়
আমি ক্ষমা চাই। বারবার ক্ষমা চাই।

বৃষ্টির লোনাজলে ভরে গেছে ঘাট- মাঠ
বন্দরগুলো তলিয়ে গেছে বর্ষাতে আজ।
প্রতিটি বর্ষাকে মনে যায় ঘৃণ্য লাভা।
মনোহর পৃথিবী মনোহত হয়ে হাত পাতে
ভিক্ষা মাগে একরাশ স্নিগ্ধ জলছিটা।

আমি বর্ষাতে নদীর তীর ধরে হেঁটেছি
বৈকালি রাখালেরে বলেছি মনের কথা
খাল- ডোবা- পুকুর, জাল- খালই তুলে
সন্ধান করেছি এক ফোঁটা শুদ্ধ জল।

আকাশে মেঘের ঘনঘটা যখন
হৃদয়ে ঘণ্টা বাজায়
ফরিয়াদ জপি শাহদ্বারে-
বেলা ডোবে নতুন ভোরে মুষল ধারায়

http://www.bangla-kobita.com

বর্ষা আসুক।
দিনমান ভিজে ভিজে গোসল দেবো
অশুদ্ধ পৃথিবীকে।

এখানে বাদল নামে

- মোঃ মজিবুর রহমান

এখানে বাদল নামে
এখানে মেঘের ঘন চুল ভাসে আকাশে।
এখানে মেঘের ঘুংগুর দামিনীর নিশা মাঝে
বেলোয়ারি মোহিনীর মত রাত্রি যামে হাসে।
কত কাক ভেজা রাত,
কত ঘুম ঘুম মাদকি প্রভাত,
কেটেছে আমার বাদল মাদলের গান শুনে।
এই পললের দেশে,   এই বর্ষার গানে।

এখানে বাদলের মৃদঙ্গ মাতলামি
হাঁকে ডাহুকের স্বরে।
বাঁশের চিরল পাতায় সুরের ছন্দে
বৃষ্টি ফোঁটাদের তান নামে হৃদয় চিরে।
আমি দেখেছি কত বধূর নোলক,
কত মায়া হরিণীর চোখের পলক,
নড়ে দূরে থাকা স্বজনের বিরহ বিধুর ক্ষণে।
এই ঘন বর্ষায়,   এই বাদল দেশের নিভৃত কোনে।

এখানে সাপের লেজের মত
বর্ষার জল এঁকে বেঁকে চলে দিগন্তের পথ ধরে।
কাঁঠাল বৃক্ষের চোরা কুঠুরি ভেদ করে
এই বাদলের জল ভুল করে ঢুকে যায় পাখিদের ঘরে।

http://www.bangla-kobita.com

বাদলের এই সব দিনগুলি
ভাল লাগার এই সব মায়া মাদুলি,
কখন যে একে একে আমার হয়ে যাবে শেষ
রবে এই জনপদ,   রবে এই বরষা ভেজা বাংলাদেশ।

এলো বরষা

- শ্রাবণী সিংহ

বৃষ্টি হবে, ভেজা বাতাসে বার্তা এল ।
সদ্য- যৌবনা ঝর্ণা মেয়েটা উত্তাল নদী হয়ে
ঝাঁপিয়ে পড়ল সেদিন সমতলের রুক্ষ রোমশ বুকে ,
এত প্রেম পারলো কি সইতে বেচারা? ভেসে গেল ...
বানভাসি করিয়েই ছাড়লো পাগলী মেয়েটা ।
অত্যুৎসাহী মিডিয়ার লোক ব্যস্ত থাকবে কিছুদিন ওদের নিয়ে ,
নেতাদের আস্ফালন, বন্যাত্রান ঘিরে জুয়া- চুরি আর বানভাসি মানুষের হাহাকার,
যোগাবে প্রতিদিনের নিউজ্ হেডলাইন, নব্য সাংবাদিকের লাইভ টেলিকাস্টের খোরাক।
যাক্ গে , আমার কি ?
না, না, হিংসে হচ্ছে না তো ......
আমি তো লক্ষ্মীমেয়ের মতো কবিতা লিখছি ,
তিরতিরিয়ে কাঁপছে আমার বাঁশপাতা প্রেম ,
বৃষ্টির ভেজা আঁচলের সোঁদা গন্ধে মাতাল , এলোমেলো ঝড়ো হাওয়া ,
ইচ্ছে হচ্ছে তোমায় কাছে পেতে ... তবু ভাল লাগছে এই রিম্‌ঝিম্ বিরহ,
সামনের বর্ষায় কবিতালেখা হয়তো হয়ে উঠবে না আমার ,
কারণ তোমাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকব ব্যস্ততার সংসারে ,
তাই আগামী বর্ষার সুখী আয়োজন হোক্
এই বর্ষায় একা থাকা সুখ দিয়ে ।

http://www.bangla-kobita.com

এসো বরষা

- সুখেন্দু মাইতি

এসো বরষা বুকে ভরসা ভুবন মাতাতে এসো ,
গ্রীষ্মের পর আষাঢ় শ্রাবণ মেঘে মেঘে শুধু ভাসো ।
ঝিরি ঝিরি জল নদী কল কল ,
গাছেতে ফল মাঠেতে ফসল ;
মাটির বুকে প্রাণ বাঁচাতে দেবদূত হয়ে এসো ।।

গুরু গুরু মেঘে জল ভোরে নিয়ে বিদ্যুতবেগে এসো ,
মনের সুখে ভাসিয়ে ভুবন হাসিয়ে তুলো আর হাসো ।
বন্যা বন্যা জল রাশি বন্যা ,
ঝর্ণা ঝর্ণা বয়ে চলো ধরনা ;
নদী সাগর বেয়ে তপ্ত ধরণীকে শীতল করতে এসো।।

মেঘে মেঘে লেগে গিয়ে দ্রুম এই পৃথিবীতে এসো ,
বারিতে ভরিয়ে তুলো বরষা আষাঢ় গগনে ভাসো ।
জল- জল করে বরষা শ্রাবণ মাস ,
সবুজ হয়ে ওঠে লতা আর ঘাস ;
বরষা ভরসা চৈত্র গরমকে হাঁটাতে বাঁধো সংঘর্ষ।।

ঐ আসে প্রিয় বর্ষা

- স্বপন কুমার মজুমদার

আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখে
নেচে ওঠে কবি- মন,
বিস্মিত চোখে কে করেছে ভাবি
বৃষ্টির এ আয়োজন।
প্রখর রৌদ্র   তপ্ত আকাশে
ঝলসে ওঠে না আর,
মায়াবী মেঘের আড়ালে বুঝি সে
মুখটি লুকাল তার।
তরু লতা- পাতা চাতকের মতো
চেয়েছিল এত কাল,
কবে জল ভরা মেঘেরা ভাসাবে
আকাশের বুকে পাল!
পথে ঘাটে ফেরা প্রতিটি মানুষ
দগ্ধ হয়েছে রোজ,
ঝলসানো দেহে করেছে নিয়ত
শীতল ছায়ারই খোঁজ।
সঘন আষাঢ় আসে আসে ভেবে
বহু দিন হল পার,
অবশেষে হল গগনে মেঘের
আশা ভরা সঞ্চার।
রিম ঝিম সুরে মেঘ কাছে দূরে

http://www.bangla-kobita.com

ঝরাল প্রথম জল,
ঐ বুঝি তবে ঝম ঝম রবে
নামে ধারা অবিরল।
সারা দিন- মান বাদলের গান
খুশিতে ভরাবে মন,
সুরেলা ছন্দে,   কেতকী গন্ধে
কবিতার আয়োজন।
গড়াবে প্রহর আলসে আবেশে
কর্ম চিন্তাহীন,
যেন দূর দেশে যাওয়া ভেসে ভেসে
হয়ে কবি উদাসীন।

ওগো মেঘদূত

- সুলতান মাহমুদ

ওগো মেঘদূত,   ওগো বাদল দিনের অতিথি
মেঘের পাখায় ভর করে তব এনেছ স্বপ্ন সারথি।
কত দেশ কত মহাদেশ জয় করে তব এলে
কিলিমাঞ্জারো হিমালয় থেকে চিম্বুক পাহাড়ের দেশে!
মৌন গিরি নীরব ধ্যানে তোমার পরশ মেখে
পবিত্রতার বাণী ছড়ায়ে ঝর্ণা দিয়েছে এঁকে!
গগন গরজে ঘন মেঘেরা ছুটেছে চলে কোথা
বয়েছে মেঘের সুপ্ত ভাঁজে কাহার গোপন গাঁথা!
কাহার হৃদয়ের শুষ্ক বুকে ভালোবাসা গেলে বুনে
কঠিন প্রাণ ঘুম ভেঙে দেখে শীতলতা মরুভূমে।
ওগো মেঘদূত ওগো ক্ষণিকের পবিত্র
অতিথি
এই পৃথিবীর হিংসা অনল দাওগো মেঘে ঢাকি।
শোনাও মোদের নতুন বাণী,   নব প্রেম সংগীত
পৃথিবীর পথে পথে হিংস্র শ্বাপদ গাহুক প্রেমের গীত!

http://www.bangla-kobita.com

কাদা মাটিতে বৃষ্টি কাব্য

- এম. আশিকুর রহমান

আকাশ ভরা মেঘ জমেছে,   বুকের মইধ্যে আকুল টান,
তুমি আমার বৃষ্টির ফোঁটা,   জলের শব্দে মনের গান।
অঝর ধারা বৃষ্টিতে আজ,   ভিজবো আমি সারা দিন,
বৃষ্টি জলেই তোমার ছোঁয়া,   প্রেম পরশ আজ অমলিন।
ভালোবাসা আজ বৃষ্টি ফোঁটায়,   মুক্ত মনের ছন্দ হোক,
মেঘের ডাকে আকাশ সাজুক,   কাজল মেখে তোমার চোখ।
তোমায় দেখে মুগ্ধ আমি,   লিখছি প্রেমের কাব্য- গান,
আবার দেখ বৃষ্টি নামে! নাইচ্যা উঠে আমার প্রাণ।
কালো আঁধার আকাশ জুড়ে,   মেঘ আড়ালে তোমার মুখ,
আমি আছি তোমার পাশেই,   আজকে দিবো অপার সুখ।
বৃষ্টি জলে ভিজবে তুমি,   গান- কাব্যের সুর ছন্দে,
এমন দিনে কাদা মাটিতে,   কাব্য লিখি মন আনন্দে।

কোকিলার বৃষ্টি

- ইন্দ্রনীর

আলগোছে তুমি যে বলেছিলে,   "এই শোন না,   লক্ষ্মীটি !
এত অঝোর বৃষ্টির দিনে,   নিলে কেমন হয়,   ফরাসী- ছুটি ?"

তুমি,   বলেছিলে ...
না জেনেই আমার পরিকল্পনা ছিল অন্য - আমি দেখব যে
বৃষ্টির দিনে,   চোখ ছাড়া,   দৃষ্টিতে আরও কী দেখায় ভিজে

সকালে থেকে ভিজছে তারই সব প্রশ্ন গুলো ঠায় বর্ষাতে
আমি চাই তুমিও ভেজো।   আজ ভিজবে কি আমার সাথে ?

তুমি তো দেখনি ...
রাস্তার জল- সমুদ্রে মুকুট- হীন শত ঢেউয়ের ছলছল রঙ্গ
তাতে বিলীন হয়ে,   প্রতিবিম্বিত রঙিন জনপথ আজ অনঙ্গ
যে দিকেই এগোই,   এগিয়ে যায় আমার অভিমুখিনী তরঙ্গ
আমি পথ হারাই,   কাদা পায়ে,   কাদাখোঁচার মতই নিঃসঙ্গ

জানো কি আমার ...
কাম্য,   ধুসর ঢেউয়ে ভেসে আসা এক মদালসা রাজহাঁস
চোখে পিঙ্গল মদিরা নিয়ে মন্থরগামিনী লাল দোতলা বাস
থামবে ঘণ্টি বাজিয়ে,   নামাবে কিছু ঢেউ তোলা ফর্সা পা
আমায় তুলে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে এগুবে - ' যা,   যেথা যাবি যা'
দেখব সবুজ আসন উপচে রঙিন বর্ষাতিতে ভিজে মুখ
ভাঙ্গা জানালার সিট খুঁজব,   এড়াতে পড়শির সুখ- অসুখ

http://www.bangla-kobita.com

আজ অফিসটা হবে ফাঁকা,   খুলে রাখা যাবে জানালাটা
দেখে নিতে সরু গোবরাঠে,   বেপরোয়া গাংশালিক কটা
পূবে হাওয়ায় নাচবে পর্দা,   গুটিয়ে আস্তরের সাদা সায়া
ভিজে ডানা থেকে ঝাড়বে শালিক বৃষ্টির গা লাগা মায়া

তুমি আজ থাকবে না,   কোকিলা,   হাসবেও না অকারণে
বলবে না,   "চুপচাপ বসে কেন,   কোনও কাজ নেই বুঝি ?"
টেলিফোনটা হবে আজ আমারই,   একান্ত এই কোনে,
তোমার সাথে জরুরি কথা বলা যাবে ঢালা,   সোজাসুজি

কিন্তু বলব কী ভাবে নিভৃতে,   চেয়ে বৃষ্টিতে একনাগাড়ে
দেখেছি আসতে পথের ধারে টেলিফোনের টানা তারে
সারি সারি বৃষ্টির স্বচ্ছ বিন্দুর হিল্লোল ;   হাওয়ায় নড়বড়ে
ভিজে চড়ুই তাতে দেয় চুমুক,   বসে উচ্ছৃঙ্খল কাতারে

কিন্তু এমনই হয় যদি,   আমাদের শব্দের প্রবাহিত তরঙ্গ
কাঁপিয়ে টেলিফোনের তার,   ঝরিয়ে দেয় বৃষ্টির ফোঁটা
উড়িয়ে দেয় চড়ুই এর দল,   করে দেয় তাদের ছত্রভঙ্গ
আর,   তাদের প্রত্যাখ্যানে ছিঁড়ে যায় ভিজে নরম তারটা

তাহলে কি ভাবে গড়ব এই ভিজে দিনের নিবিড় সম্পর্ক
হাতে ধরা টেলিফোনের ছোঁয়ায়,   থামিয়ে অসার বিতর্ক

তাই তো বলছি ...
"শোন,   কথা শোন,   বাড়িতে থেকো না,   কোকিলা,   লক্ষ্মীটি!
এসে অফিসে দ্যাখো,   আমি এসেছি শুধু,   তোমায় দেখাতে বৃষ্টি।"

ক্ষণিকের দেখা

- রূপক বিধৌত সাধু

তারে দেখেছি এক বর্ষা বাদল দিনে,
সে চলছিল পন্থে একাকী আনমনে।
কী মায়াবী মুখ, হাওয়ায় চুল ওড়ে;
লাল দুটি চঞ্চু, মমতা নয়ন জুড়ে।
ধীরস্থির চলন; সে-ই চলনে ছন্দ;
কামিনীর সুবাসে বিরাজিছে আনন্দ।
প্রকৃতি মগ্ন নানান যজ্ঞ আয়োজনে,
তার আগমন সময়ের প্রয়োজনে।
বিপুলা সরোবরে ফুটেছে নানা ফুল,
চতুর্দিকে বৈচিত্রতা, পক্ষীরা আকুল।
কতো গান, কতো তান, সাড়া চারিপাশে;
ধন্য হল ধরা যেন তারে ভালোবেসে।
সহসা আকাশে মেঘ দানা বেধে ওঠে,
সে তখন ঝড়ের বেগে চলল ছুটে।।

http://www.bangla-kobita.com

বিনাশী জলের মালা

- আসোয়াদ লোদি

বাংলার সবুজ মানচিত্র ভিজে যবুথবু হচ্ছে
আমাদের মহল্লায় অবিশ্রান্ত জলের তোলপাড়
কদম বলে বর্ষা এসেছে ।

কী করে যে একা থাকো !
মনে কি পড়ে না তোমার ?
জলের শপথে কস্তুরাঘাটে ডুবিয়েছিলে
কুমারের মৃৎশিল্প ।

আজ তোমার তৃষ্ণার্ত টিনের চালে
শব্দ তুলেছে জলের নূপুর ;
তুমি তো আর জল কুড়াতে এলেনা
হয়ত ডুবে আছ বর্ষামঙ্গলে ।

বাঁকখালীর উজান স্রোতের মাঝি আমি
ঝড় বল তুফান বল
এ বুকে বেঁধে রাখি ।

কদম বলে বর্ষা এসেছে ।
ঘরের দাওয়ায় বসে তুমি একেলা
কার জন্য গাঁথিছ সখি বিনাশী জলের মালা ?

ক্ষণজন্মা বৃষ্টি

- মীর মামুন হোসেন

এখন বর্ষা কাল,
বৃষ্টির রিমিঝিমি শব্দে মনের উদাসীনতা
বাড়িয়ে দেয় ।
বর্ষার জলে ভিজতে ইচ্ছে করে খুব !
কিন্তু- ! কিন্তু পারিনা ।
অজ্ঞাত কারণে আমাকে বারবার থেমে যেতে হয়।
নিজেকে আজ বড় নিঃস্ব একা বলে মনে হয়,
মনে হয় এই নিষ্ঠুর নশ্বর পৃথিবীতে আপন বলে -
আমার - আর কেউ নেই।
আমি জানি বর্ষার জলে ভিজলেই আমার দগ্ধ হৃদয়
সিক্ত হবে না ! পাবেনা কোন শান্তির পরশ।
কারণ- বিদগ্ধ হৃদয়ের মুহুর্মুহু উন্মাদনা
কিংবা একাকীত্বের যন্ত্রণা কোন কিছুকেই অনুভব
করার ক্ষমতা ঐ বৃষ্টির জলের নেই।
যদি ও বা থাকে, তবুও বৃষ্টির জলে অবগাহন করলেই
চিরশান্তির নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না।
কারণ বৃষ্টি সেতো ক্ষণজন্মা।
তাই কারো অংশীদারিত্ব ছাড়াই প্রহর কাটে।
কষ্ট- বেদনা, অব্যক্ত সব অনুভূতি বুকে চাপা পড়ে রয়
একাকীত্ব ঘোচেনা কোন কিছুতেই।
নিঃসঙ্গতার, নিস্বমীয়তায় হারিয়ে যায় মন।

http://www.bangla-kobita.com

বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি।
পরাজয় হতাশা গ্লানি আর একরাশ দুরাশা
ভর করে মনের ভেতর।
একাকীত্বের কালো হাত আমার কাছ থেকে,
আমার আমিত্বকে ছিনিয়ে নিতে চাইছে-
চাইছে
আপন কষ্টে নষ্ট হওয়ার মন্ত্রণা শেখাতে।
আমি চাই সব কিছু ভুলে গিয়ে নতুন করে বাঁচতে,
নতুন করে আবার এই জীবনটাকে সাঁজাতে।

ক্ষুব্ধ বর্ষা

- শেখ আবু জাফর ছাদেক

ঝর ঝর ধারায় এল দেখ বারি
ঝাঁঝালো হাওয়ায় বেণু বন নাড়ি।
ভরে গেছে কাদায় আজ পথ ঘাট
যত সব বাঁধায় থেমে নেই হাট।
সবাই উল্লাসেতে ভিজে জব জব
হরষে মাখি সাজ করে কলরব।

ক্ষুব্ধ ঐ তটিনী উপচায়ে ঢেউ
ডুবায়রে তরণী দেখে যাও কেউ।
উত্তাল বারিধি থর থর কাঁপে
তরঙ্গাভিঘাতে কূল হেথা' ঝাঁপে।
সকলি যেথা' হেথা' যায় যে থমকে
অম্বরে দীপ্ত চপলা চমকে।
দেখ দূর গগনে ঘন পয়োধর
গরজে ক্ষণে ক্ষণে কাঁপায় ভূধর।

http://www.bangla-kobita.com

খোলাকেশে ভুবন ঢেকে

- বিভূতি দাস

ও আকাশ বেশতো ছিলি
কপালে সিঁদুর রাঙা টিপ পোরে
অলিরা ছিল মেতে প্রেমের খেলায়
কলিদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে মধু নেবার ছল কোরে।

ও আকাশ বেশতো ছিলি
খোলাকেশে বাতাস সাথে কেন তুই খেলতে গেলি
আলোর ভুবন ঢেকে দিয়ে আঁধারে মুখ লুকালি
বাউল মনের একতারাতে সুরের পেখম মেলে দিলি।

সোনালী জরির ফিতে খোঁপায় বেঁধে
যাস উড়ে তুই কোন দেশেতে
মুখ ঢেকেছিস আঁধার রঙে দুচোখে জল ভরে
বলনা এখন ঝরবি কখন ধরব মনে তারে।

দেখে তোর রকম সকম মুখ ঢেকেছে তরুণ তপন
পাখিরা ফিরছে বাসায় নেইযে আলো যেমন তেমন
পথের মাঝে পথিক প্রবর তাকায় সবাই তোরই পানে
তোর গোমড়া মুখের গর্জানিতে বাঁচতে সবাই প্রাণে।।

জল ভরা বরষায়

- ফেরিওয়ালা (মোহাম্মদ হায়দর আলী)

যেদিকে চোখ যায় জল আর জল
থেমে থেমে নেমে আসে বাদলের ঢল
মাঠ ডোবে ঘাট ডোবে,   ডোবে গেঁয়ো পথ
নৌকা আর ভেলা ছাড়া নাই যাতায়াত।
বিল ঝিল ডোবা ক্ষেতে হলুদের মেলা
শাপলার হাসি দেখে কেটে যায় বেলা
শালুক পাতার পরে বৃষ্টিদের গান
ছপছপ শব্দে হয় মন আনচান।
ঘ্যাঁ ঘোঁ ঘ্যাঁ ঘোঁ ব্যাঙ ডেকে যায়
তার সাথে ঝিঁঝিঁ পোকা ঘুম যাওয়া দায়
দল বেঁধে শিশুদের বৃষ্টিতে স্নান
ফোটা ফোটা স্পর্শে নেচে ওঠে প্রাণ।
কদম ফোটে গাছে থোকায় থোকায়
দুরন্ত কিশোর চোখ সেখানে হারায়
চোখ দুটো চলে যায় দূর থেকে দূর
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছুটোছুটি বরষার সুর।

http://www.bangla-kobita.com

জলনগরী

- সরকার মুনীর

বিষণ্ন আকাশের নীচে
তৃষিত পৃথিবী এক জলজ বার্তা বিনিময়ের
অপেক্ষায় ---
অবশেষে বর্ষণে বর্ষণে রিক্ত মেঘেরা অনস্তিত্বের লজ্জায় উধাও
বেহায়া বাতাসে বেশরম দৃষ্টি মেলে প্রিয়া খোঁজে প্রিয় মুখ
এমন আর্দ্র দিনে মন বড় একা লাগে --
জলাবদ্ধতা ডিঙ্গিয়ে গৃহমুখী মন ছোটে
আয়েসি অলসতার ব্যতিক্রমী বিলাস বাসনায় ।
ভেজা গা ঝাড়তে গিয়ে বেওয়ারিশ কুকুরেরা
তারে তারে ডালে ডালে কাকভেজা পাখীদের গা শুকানো দেখে ।
আড় চোখে আকাশকে পড়তে চায় কেউ কেউ
বুঝতে চায় তার মতিগতি
ডুব সাঁতারে থাকা রাস্তা মাঠ ঘাট আবার ভেসে ওঠার অপেক্ষায়
জলবন্দী মানুষেরা--
চা দোকানের গরম কাপে সুখের উষ্ণতা খোঁজে কেউ কেউ
গাছ ধোঁয়া জল পড়ছে নকল বৃষ্টি হয়ে টুপ টাপ
নিভে যাওয়া চুলার পাশে জ্বলন্ত ক্ষুধা নিয়ে ভিক্ষুককে হতাশা ঘিরে
ছাতায় আকাশ ঢেকে সাবধানী পায়ে কেউ কেউ ছোটে
নিতান্ত বাধ্য যাত্রায়
ভেজা পৃথিবী কবির শুকনো খাতার বুকে ঠাই করে নেয়
এক বর্ষণের অদ্ভুত জলছবি হয়ে ।

ঝমঝমাঝম বৃষ্টি পড়ে

- রামবল্লভ দাস

ঝমঝমাঝম বৃষ্টি পড়ে ,
নড়ছে পাতা মৌ বনে
বাজল বাঁশি তাই মনে
পল্লীবধূ যায় ভিজে
সরু পথের ঐ বাঁকে
জল জমেছে রাস্তাতে
চোখ রেখেছি জালনাতে ।

ঝমঝমাঝম বৃষ্টি পড়ে ,
বউ কথা কও ডাকে গাছে
দোয়েল কোয়েল তাই নাচে
দুলতে থাকা সবুজ ঘাসে
ছোট্ট ফড়িং বসে আছে
ভিজছে দেখ প্রজাপতি
আহা দারুণ রঙ্গপতি ।

ঝমঝমাঝম বৃষ্টি পড়ে ,
ফুটো চালে জল ঝরে
নুনের কৌটো যায় ভরে
কুনো ব্যাঙে লাফ দিয়ে

http://www.bangla-kobita.com

ধরছে পোকা উদ্যমে
বেড়াচিতির ওপর দিয়ে
সাপ চলে যায় চুপ করে ।

ঝমঝমাঝম বৃষ্টি পড়ে ,
খেয়া নদীর ঐ পাড়ে
পা রেখেছি একলাতে
নদী পাড়ে নৌকা আছে
মাঝি তো নেই নৌকাতে
যাবোই যাবো মাঝ নদে
দিতে পাড়ি দূর দেশে ।

ঝমঝমাঝম বৃষ্টি পড়ে ,
পড়ছে পড়ুক খুব জোরে
নেব তোমায় মন ভরে
ভিজিয়ে দিয়ে এই বেলা
খেলব এবার সব খেলা
যেমন করে বক দুটি
করছে দেখ খুনসুটি ।

ধরণীর ক্যানভাসে বৃষ্টির লেখা কবিতা

- হাসান ইমতি

আকাশের নীল বুকের পরতে পরতে জমে থাকা নানান
রঙের কষ্টমেঘের নিজস্ব গল্পগুলো আকুল করা কান্না হয়ে
বৃষ্টির উদাসী চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় ঝরে ঝরে ধরণীর
অনন্ত উপোষী বুকে লিখে গেলো ভেজা বর্ষার প্রথম কবিতা।

নির্ঝর বর্ষাকাব্যের প্রাণদায়ী অনুপ্রেরণার অমল উৎস হয়ে
হরিদ্রা খোঁপায় রক্তলাল কৃষ্ণচূড়ার মন মাতানো আবেশ
জড়িয়ে অবারিত প্রকৃতি মেয়েও নিজেকে আড়াল করে
ফেললো তার চিরসবুজ বালুচরী ঘাগরার দুর্মর রহস্যে।

গর্জনের তীব্রতায় আকাশের নীল ভেঙে চুরমার করে দেয়া
বিজলীর আলোকমালা উপদ্রুত রাত ভেজা জলের সুশীতল
আলোয়ান শরীরে চাপিয়ে বিরহী বাতাসকে রাজসাক্ষী রেখে
ভালোবাসার মেঘবার্তা বয়ে নিয়ে গেল হৃদয় থেকে হৃদয়ে।

নিঃশর্ত আশ্রয়ের নির্ভরতার প্রতীক ধরণী মাতৃকার বর্ষণসিক্ত
দুঃখ সুখের আবহমান ইতিহাসের অচ্ছেদ্য অংশীদার পদদলিত
ঘাসের সবুজ হৃদয় আদিগন্ত মন্থন শেষে বৃষ্টির বহতা ছুঁয়ে দিলো
সাগর অভিমুখে ধেয়ে চলা বাঁধন হারা নদীর স্পর্ধিত নাব্যতা।

http://www.bangla-kobita.com

দিগন্তছোঁয়া ধরণীর অবারিত ক্যানভাসে জলের কালিতে লেখা
সবুজ বর্ষা কাব্যের সমঝদার পাঠক বৃষ্টিতে একা ভিজে যাওয়া
দেবদারুর চোখে চোখ রেখে টানা বর্ষণের গুমোট ঝেড়ে ফেলে
অভিমানী বৃষ্টি সবশেষে হেঁসে ওঠলো সাতরঙা রামধনু খুশীতে।

নিরাপদ দূরত্ব

- অজিতেশ নাগ

বরষা যখনই ভরসা দিলো, ভয়টাও দিলো তাঁর সাথে,
গুরু গম্ভীর জলদ জমিবে, সেই ভয়ে ছাতা খোল হাতে,
ছাতা, বর্ষাতি, চোগা চাপকান, যা আছে যেথায় বাগিয়ে ধর -
ঝরুক না বারি অবিরত ধারা, পড়ুক না বাজ কড়াৎকড়!
জানলার পাশে কবিতা লিখিনু, জমুক বাইরে প্রচুর জল,
জল দেখে দেখে, বেশ বোর হলে, পাড়ার মোড়েতে শপিংমল,
পচা জল টল লাগে নি কো পায়ে, ঘরের বাইরে মার্সিডিজ,
ব্রিজের তলাতে পলিথিনে মুড়ে দুধের শিশুরা কি গিজগিজ!
বর্ষার নব ফ্যাশান আসিছে, বৃষ্টির রঙে ভিজবে মন;
বাইরের ঘরে, লাল নীল জলে, করি বরষার আয়োজন।
পাশের গলিতে দুটি চোখ বেয়ে জলের রঙেতে মিশছে জল,
বাইরে তখনো রিমঝিম সুরে বৃষ্টির ছায়া অনর্গল।
তোমার আমার মাথায় যখন নিশ্চিন্তির টুকরো ছাদ -
বাইরে তখন অঝোর ধারায় ভিজছে শিশু রবীন্দ্রনাথ।

http://www.bangla-kobita.com

প্রস্তাব

- সরকার ফজলুল হক

মিশেছিলে সেদিন তুমি বারিধারা সনে,
ভিজছিলে ঝিলমিলে রঙিন বসনে ।
খোপায় গেঁথেছিলে কদমেরই ফুল ,
স্বর্গের পরী যেন নয় সমতুল !
শাড়ীর আঁচলে ঢাকা গোলাপের কুঁড়ি ,
রসে রসে ভরছিল নেই তার জুড়ি !
কামিনীডালেতে বসে কে যেন লুকায় ,
বেহায়া কোকিল তাই ভিন সুরে গায় !
মনের আকাশে ঢাকা হৃদয়ের রবি ,
থই থই প্লাবনে ভাসে নতুন ছবি !
ঝরুক না যত খুশি অমৃত ধারায় ,
ফুটুক না যত ফুল এই বরষায় !
বাগানে যত পাখি গায় এক সাথে,
তোকে নিয়ে উড়ে চলি কল্পনা রথে !
কাছে এসে হেসে হেসে বললে শেষে,
বরষায় ভিজে ভিজে দেখলি কিসে ?
মৌচাকে মধু ভরা, নদী ভরা জল ,
মনোবনে যত কলি ফুটেছে সকল !
একা একা বসে বসে যদি খেতে চাও ,
বাড়ি ফিরে সবে মিলে " প্রস্তাব " পাঠাও !

প্রাবৃষা প্রসর্পণ

- বীতিহোত্র জীবাশ্ম

ধন্য কবির দল,   তবুও তাঁহারা কাব্য করিয়া যায়
লো সই,   ওই চাহি দ্যাখ,   জ্যৈষ্ঠ ফিরিয়া চলিল ধায়-
পাগলিনীর বেশে আষাঢ়ে প্রাবৃষা,   আজি আসিতেছে হায়!
কালিকা ধূমিকারা আসিল যে ঐ,   দিলরে গগন ছায়
তিল ঠাঁই আর নাই,   দিবসের- তমসায় এই অবেলায়
ধন্য কবির দল,   তবুও তাঁহারা কাব্য করিয়া যায়।

পলকের তলে আসি গেলা,   সে আষাঢ় ধারায়
মাঠ ঘাট পথ ভাসিল,   আজি এ গহীন বর্ষায়।
আমনের ক্ষেত জলে গিয়াছে ভরে
ঘনবল্লিকার ঝলকানি গুরু গম্ভীর স্বরে
দোসর তাহার শ্রাবণ ধারা তাই অঝোরে ঝরে
আপন গৃহকোণে একাকী আনমনে,   পথে চাহি দেখি
যে জনা গৃহছাড়া,   কৃষি করে তারা,   বাটিতে ফিরিল কি?

কৃষ্ণকায় দিগম্বর সাঁওতাল বালকগণ
হেমপ্লবগ শিকারিতে কোলাহল,   করিতেছে রণ।
আউলা বাতাস,   এখনও অবিরত বরিষণ
পূবালী কুজ্ঝটিকার এই গুরুভার সহিতে নারে আর
তবুও বিটপ দ্রুম মহীরুহ,   ভীষ্ম পণ মানিবে না হার।
নাতি দূরে সব ঝাঁপসিয়া যায়,   এই শ্রাবণ ঘন বরিষায়
ধন্য কবির দল,   তবুও তাঁহারা কাব্য করিয়া যায়।

http://www.bangla-kobita.com

সপ্ত অহঃ গিয়াছে পার অজ্ঞিষ্ণুর মুখ দেখি নাই আর
প্লাবিত পথ মাঠ,   চতুর্দিক জলাধার,   তবুও শ্রাবণের কমে নাই ধার।
শহুরে প্রেমিকের বিকল দূরাভাষ,   এখনও সচল হয় নাই
হিয়ার মাঝেতে তাই,   বহিছে অনল,   চাঁপা দিয়া ছাই
প্রেয়সিনীর সনে,   এই সপ্ত সিন্ধু দিনে,   কি রূপে অভিসারে যাই।
চঞ্চল যৌবনে,   শ্যাম আসে,   কাম আসে,   শ্রীরাধার আশেপাশে
ঘন বাদ্‌লায় উতলা যমুনায়,   খেয়াকড়ি দিতে এপথে সে যায় আসে।

কাকভেজা হইয়া বিশ্ব বিনোদিনী উরসিলা উষসী নারী
মনশ্চক্ষু দিয়া করিয়া রাসলীলা,   উরসী সিক্ত বাস তারই,
কোমলতায় সঁপে দিনু সব,   আপনার কাছে আপনি হারি।
শ্রাবণীয়া বারি বরষায়,   তারই মেঘমল্লারের মীড়মুর্চ্ছনায়
শুক্লাদ্বাদশীর বাঁকা শশী,   তার গোল সুডৌল সুনিপুণ বক্রতায়,
চিত্ত চঞ্চল সুর ও ছন্দের দোলা,   চলে বিনোদিনীর গুরু তানপুরায়,
লেলিহ্বান তপ্ত জীহ্ব,   তার নলকিনীতে,   বিহ্বল শ্রীরাধা,   নবোষ্ণ ছোঁয়ায়।

কোথা যেন ধ্বনি শুনি বাঁধ ভাঙিবার
ও লো,   কে কোথা আছিস তোরা,   যাসনে ঘরের বার,
ভাঙি গেলা বাঁধ,   বানভাসি হইল চারিধার।
একই বৃক্ষশাখে আসীন,   মরদুম ফণাকার ভেক-
গৃহ ধসি ভাসি গেলা,   আশ্রয়হারা হইল অনেক
বানভাসি মানুষেরা খানিক আহার ও আশ্রয় চায়
ধন্য কবির দল,   তবুও তাঁহারা কাব্য করিয়া যায়

মেঘ বৃষ্টির কাব্য

- জোহরা উম্মে হাসান

এক

চারদিকটা জুড়ে মেঘ থম থম
রিম ঝিম ঝিম বৃষ্টি বৃষ্টি খেলা
আকাশের হাতে বন্দিনী যে মেয়েটি
তাঁর কাটে না দিন বেলা !
খেলছে আকাশ আজ খেলুক খেলা
তাঁর কথা ভুলে টুলে আকাশের বুকে
মন ভাসানো স্বপ্নের ভেলা !

দুই

বৃষ্টি বললো , যাবে সে আজ উত্তরে
একজনকে জানে , যার কেবলি মান করে থাকা মনে মনে
জল এলেই সে এসে নির্ঘাত দাঁড়াবে উঠোনে উঠোনে
জলের তখন ফোটায় ফোটায় গড়িয়ে পড়া
মানিনীর কৃষ্ণ কালো কুন্তলে কুন্তলে !

তিন

পথ জুড়ে কোমর কোমর জল জল
কাদা কাদা ঘোলা জলে জলে
কলার ভেলায় নৌকো নৌকো ভাসা
এপার ওপার দু'পারে কেবলি তাঁর মিছেমিছি

http://www.bangla-kobita.com

যাওয়া আসা !
নৌকো ভাবে , জলের বুকের মেয়ে কি সে ?
তাই জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে তাঁর ছোঁয়া খোঁজা!

চার

কালো ছাতার মাথায় টিপ টিপ টিপ টিপ
বৃষ্টি ফোঁটা ফোঁটা, ছাতাটি আজ সত্যিই যেন গোপন ত্রাণকর্তা
মানুষটি আজ জলের কাছে ধরা , যেন বেঁচে থেকেও
মরা !আছে অফিস যাবার তাড়া
নেই বাস , পকেটে কম ট্যাক্সি ভাড়া !
পৃথিবী ভাসুক আজ ভাসুক জল জল ভারে
কবি কবি বউটি তার গানে গানে সুর তোলে !

পাঁচ

রাজকন্যের কোল ভারী , ফুল ফুল ফুল
সারা বাড়ি ! দেশ জুড়ে হাসি রাশি বাঁশি
বাজার জুড়ে নীল লাল গোলাপির মাতামাতি !
সখিনা যায় বাপের বাড়ি , কাদায় কাদায়
পথ ভারী ! রায় হয়েছে , ছেলে হলে তবেই ফেরা বাড়ি
মেয়ে হলে বনবাস চিরকাল আড়ি !
গরুর গাড়ির সখিনা আর আকাশ বুকের জল
গলে গলে এক হোল তাই , পৃথ্বী জুড়ে ঢল !

বাদল সংগীত

- আহমাদ সা- জিদ

ঘুমন্ত বিকেলের অলস প্রহরের কাটা
আড়মোড়া ভেঙ্গে আবারো তন্দ্রায়!
ঢুলোঢুলো চোখে দিবাকর
ঝাপসা দেখে পৃথিবীর ছায়ায়
মহাশূন্যে ভাসমান তুলোর পাহাড়ে
ঘটেছে রঙের বিবর্তন
শুভ্রতার খোলস ছেড়ে জেগেছে গায়
ছাই রঙে গোলকচক্রি।
এক রাক্ষুসি প্রতিমায়!
হঠাৎ বেজে উঠে আকাশ কাঁপিয়ে
প্রকৃতির পাগলা ঘণ্টা।
বাতাসের বিপদ সংকেতে
পতঙ্গের রাগ- খেয়ালে
অরণ্যের জিয়ন বাঁশি, বেজে উঠে তারপর
পাখিদের গেয়ে উঠা একসাথে
বাদল সঙ্গীত সন্ধ্যায়!
পৃথিবীটা আজ আড়মোড়া ভেঙ্গে
আবারো তন্দ্রায়।

উদার চিত্তে ক্ষুধাতুর মৃত্তিকায়
নেমে আসে লালিমার

http://www.bangla-kobita.com

ঝরঝরে সোনালি বাদলের কান্নার জল।
কখনো ভালবাসার মিলনের আস্বাদে
ভেসে আসা কোকিলের গানে
বাদলের ক্ষুদে বার্তায়।

দিনের অন্তিম লগ্নে, রবি যায় ফেলে
অলস আর রক্তিম বর্ণে
পৃথিবীর ছায়ায়।

খুলে ফেলি আমি সব প্রকৃতির খোলসে
আমার আচ্ছাদন, উদার করেছি বুকের খাঁচা
মেলে ধরে মনের জানালায়
নিজেকে করছি ধৌত শ্রাবণের ধারায়।
সকল সংকীর্ণতা আর জড়তার বদ্ধতা ছেড়ে
নেমেছি আজ বর্ষার বর্ষণে
উন্মুক্ত আকাশের অঝোর ধারায়।
পৃথিবীটা যেন আজ বাঁধন হারা
ঘোর লাগা তন্দ্রায়।

বানভাসি

- শিমুল দত্ত

কিরে বাপ, শুকনো চালার খড় সরল বুঝি?
কেন মা? বাইরে বাদল বায় ঝড়বৃষ্টি এল আজি?

তাইতো মনে হয়, আঙিনা ভিজার আগে ঘর যে ভিজে যায়।
দেখি মা, কোথায় সরল খড়, ভিজল বা ঘর কোথায়।

(দুখিনী মায়ের চোখে বৃষ্টি ধারা ঝরে
দুখিনী ছেলে সেকি নীরবে সইতে পারে।
ভিজছে চোখের জলে, ছেলের বই খাতা,
বাইরে বৃষ্টি ঝরে, ভিজে কলাপাতা।)

মাকে বলে, ভেবনা মা, ঘর বাঁধব নতুন করে
তখন আষাঢ় বাদল এলে ঘুমাব চুপটি করে।
তখন তোমার চুলার পরে,
ঝরবে না ওই বৃষ্টি দেখ ঝুম করে।

ভিজবে না আর শুকনো জ্বালার কাঠ
দেখ মা সবকিছু থাকবে ঠিকঠাক।

দেখি রান্নাঘরে জল এল না কি?
ছেলেকে ভুলায় মা, রান্নাটা ছিল একটুখানি বাকি।

http://www.bangla-kobita.com

মাকে ভুলায় ছেলে, বইগুলো মা শুকাবে চুলায় দিলে
আমি যাই মা, মাছ উঠেছে অনেক, পূবের বিলে।
টেংরা, পুঁটি, কই কোথায় তোরা কই,
ধরব তোদের আজি, মা করবে ভাজি আমি অপেক্ষাতে রই।

বেদনা আড়াল করে মা মৃদু হাসে, ওরে দুষ্টু ছেলে
সারাদিন ছুটোছুটি এথায়, সেথায় আর খালে বিলে।
আজ বেশিক্ষণ থাকিস নারে ঝিলে
অসুখ- বিসুখ করবে বাদল জলে

ঠিক আছে মা, এইতো আসছি ফিরে
তোমায় ছেড়ে যাব কোথায় বল, আসব তোমার নীড়ে।

ছেলেটা দূরে গেলে মা যে কেমন করে,
কে বুঝবে আহারে, কে বুঝবে তারে।
সাত রাজার ধন মানিক রতন এই টুকু তার ছেলে,
শত দুঃখ ঘুচে তার রতন বুকে পেলে।

আজ বিকেলে বাদল দিনে ঝড়ো হাওয়া বইছে,
মনের মধ্যে আজ যেন সব আবোল তাবোল কইছে।

পূবের বিলে জল উঠেছে কইছে শেলীর বাপে
এই না শুনে মা জননীর বুকটা ভীরু কাঁপে।

একটু আগে মড়াৎ করে কদম গাছের ডাল ভেঙেছে
ফুল গুলো সব বাও- বাতাস আর বৃষ্টি জলে খেলছে।

ওই তো ভেজা কাকটি যেন কেমন করে দুলছে,
কেমন করে চোখ দুটি তার এদিক সেদিক তুলছে।

খোকারে আজ কই গেলি তুই আয়রে ঘরে ফিরে,
নদীর জলে বান ডেকেছে মাঝিরা সব তীরে।

ঝড় বাদলে খড়ের ঘর টিকবে কি আর বেশিক্ষণ
দমকা হাওয়ায় কাঁপছে ঘর, উঠছে কেঁপে মায়ের মন।

একটু পরেই বিকট সুরে নামল মেঘের বজ্রপাত
কেমন যেন মায়ের বুকে লাগল এসে প্রাণাঘাত ।

খোকা খোকা ডাকে মা যে, খোকা যে আর ফেরে না
মাটির ঘরে বাঁশের খুঁটি, খড়ের চালাও টেকেনা।

আয়রে ছুটে রতন মানিক আয়রে আমার বুকে,
ঝড় বাদলে রাখব তোকে আচল তলে ঢেকে।

একটা দারুণ হোঁচট খাওয়া বাতাস গেল বয়ে
বাঁশের খুঁটি, খড়ের চালা পড়ল বুঝি নুয়ে।

http://www.bangla-kobita.com

তারই সাথে বানের জল উঠল দারুণ হেসে,
ঝড়বাদলে বানের টানে সবই গেল ভেসে।

আর ত শোনা নাই গেল মা জননীর চিৎকার,
সাত রাজার ধন মানিক রতন সেও ফিরে এল না আর।

বৃষ্টি জলে বানভাসি, সারা বাংলা ডুবে রয়
মাঝে মাঝে মা জননীর কথা মনে বেজে যায়।

বিরহিণী

- মহিউদ্দিন হেলাল

নিকষ আঁধারে ঘেরা আষাঢ়ের রাত
বিজলী ঝলক ও মেঘের কোলাহল
খ্যাপাটে ঝড়ো হাওয়া করে উৎপাত
এরই মাঝে অঝোরে ঝরছে বাদল।
উঠানের হাঁটুজলে কোলা ব্যাঙ ডাকে
টিনের চালে শুনি টুপটাপ রাগিণী
বাতাসও শিস দেয় জানালার ফাঁকে
শূন্য শয্যায় হায়! আমি বিরহিণী!

পরবাসী বন্ধু তুমি শীততাপ ঘরে
সোনালী স্বপ্ন দেখ আকাশের সিঁড়িতে,
রুপালী অতীত স্মৃতি ভাসে কি অন্তরে?
এমনই নিশীথে ডুবেছিলে পিরিতে!
একেলা কাঁদি আজ বিশাল শূন্যতায়
ভিতরে তোলপাড় মিলন কামনায়!!

http://www.bangla-kobita.com

বরষা

- শ্রীরূপা লাহিড়ী

বুকের ভেতর ময়ূর আছে
সে এতদিন নাচত না
চাতক পাখী তৃষায় কাতর,
জল বিনে সে বাঁচত না।

হঠাৎ এল আকাশ জুড়ে
নীলবসনা মেঘ,
সঙ্গে এল উথাল- পাথাল
দামাল ঝড়ের বেগ!

জলের ফোঁটায় বৃষ্টি- আকাশ
আনল হাসির লহর,
সাজল ভুবন রাণীর বেশে
পরল মানিক- জহর!

বর্ষা এল জুঁই চামেলির
সুবাস নিয়ে সাথে,
দিনের দহন বিদায় নিল
স্বস্তি এল রাতে।

বরষা

- সুবীর কাস্মীর পেরেরা

উঠিল গগনে সাদা মেঘ কলি, আসরে জমাট বাঁধিয়া রয়,
চন্দ্রালোকের গন্ধক বেলি, ক্ষয়ে যাবে ক্ষণে সদা সংশয়।
কালোর জলে সিক্ত- মগ্ন রবি, ফিরে বারে দেখা প্রান্তরে,
কবির মননে আঁকা- জোঁকা ছবি, ঝর ঝর বরষার বন্দরে।
ভৈরবী সুরে, দাদরা ঢঙ্গে, চালের পাতায় কোলাহল,
অঝোর কণ্ঠে, নৃত্য- ছন্দ অঙ্গে, থৈ থৈ ফোঁটা ফোঁটা জল।

চমকে উঠি বজ্র কণ্ঠে, দুরু দুরু মন কাঁপে ভীরু মন,
আলোর ঝলক নিভে যায় ত্বরা, শব্দ ভাসা শুভ ক্ষণ।
পাখীর নীড়ে জলের ধারা, শীতল পরশ ছোঁয়া প্রাণ,
ভেজা কায়ে আত্মহারা, কল কল ছল ছন্দ গান।
বরষার তারা উঠুক জ্বলে, মনের কোনে বারংবার,
যাক মুছে জলে, অশুভ- ছায়া অহংকার।

http://www.bangla-kobita.com

বরষা রানী

- ধ্রুব জ্যোতি মিত্র

তোমার চোখে দেখেছি
ভরা বরষার রূপ,
শরীরে দেখেছি ভরা যৌবনের
দু কূল ছাপানো প্লাবন !
ভুরুতে দেখেছি পাচ্ছে শোভা
বিদ্যুতের ঝলকানি,
চুলেতে রয়েছে আরো
অমাবস্যার গাড় অন্ধকার !
ঠোঁটেতে দেখেছি পথ
হারাবার হাতছানি !

হাত দেখে আশ্বস্ত হই
দেখাও- বরাভয় মুদ্রা,
নখেতে দেখেছি বরষার বকের
ঘরে ফেরার ছবি !
পায়েতে দেখেছি দৃঢ়তা বজ্রসম
গাছের দাঁড়িয়ে থাকার মত !

মোহমুগ্ধ বরষা রানী
যে যাই বলুক,
অন্তরে রয়েছ জুড়ে,
এইটুকু শুধু জানি !!

বর্ষা

- প্রবীর কুমার শিকদার

বর্ষা এখনো আমাকে কাঁদায়,   এখনো আমাকে হাসায়।
বুঝলে না তো?
বলছি শোন-
ছন্দহীন হবে তবুও শোন।
আমার জীবনের স্বপ্নময় দিন ছিল সেদিন।
ভোর হতেই মধুর সুরে বাজছিল বাদলের বীণ।
বেলা বেড়ে গেল তবু আলো বাড়ে না।
নির্ঘুম চোখ তবু তন্দ্রা ছাড়ে না।
মনে হয় অ্যালকোহলের নেশা।
ঠিক তখন এলো-
বৃষ্টিতে ভিজে,   সিক্ত পদ্মপুষ্পের ন্যায় সেজে- বর্ষা।
বর্ষাতে ভেজা বর্ষা,   আমার ধর্মপত্নী!
ঘৃতবর্ণ দেহে হলুদ শাড়ী,   কাজলে আঁকা আঁখি।
হাত ভরা কাঁচের চুড়ি,   বর্ষাতে ভেজা খোলা বেণী।
বাহু বন্ধনে আমাকে বের করে নিয়ে এলো-
বাড়ির পেছনে,   তার হাতে সাজানো ফুল বাগানে।
আমি নির্বাক হয়ে শুধু তার সৌন্দর্য আস্বাদনে ব্যস্ত।
অভাগার ভাগ্যে কি এত সুখ সয়?
আমার এই স্বপ্নিল সুখ আমি পারলাম না করতে জয়।
বাগানের ভিতরে থাকা সর্পের কামড়ে-
আমার বর্ষার দেহ কখন যে নীল হয়ে গেল----

http://www.bangla-kobita.com

কোলে করে সাপুড়ের বাড়িতে নিয়ে যেতে যেতে।
আমি বুঝতেও পারিনি।
তাই বর্ষা এলেই আমি কাঁদি।
আর কেন হাসি?
হাসি আমি আমার প্রিয়তমা বর্ষার-
শেষ ভালোবাসার কিছু কথা মনে করে।
“বোকা তুমি,   কাঁদছো কেন?
আমার কিচ্ছু হবে না-
তোমার এতো ভালোবাসা ছেড়ে কি আমি যেতে পারি?
তোমার বুকে এমন করে সারা জীবন থাকব আমি।
কোনো দিনও পর হব না।”

বর্ষা ও প্রাইভেসি

- খায়রুল আহসান

সকালে উঠেই চোখ কচলে যদি দেখি, দূর আকাশে
ঘন কালো মেঘের আনাগোনা, আর চারিদিক থেকে
ধেয়ে আসছে অথৈ আঁধার, তখন থেকেই আমার
মনের মাঝে একটা ময়ূর পেখম মেলতে শুরু করে।

শ্রাবণের প্রথম শীতল বারিধারাকে স্বাগত জানাতে
প্রকৃতির গাছ গাছালিগুলো যেন উন্মুখ হয়ে থাকে।
ঘনসবুজ ডালপালাগুলো আনন্দে হেলেদুলে নাচে,
পাখীরা খুশীতে হঠাৎ হঠাৎ গান গায়, আসে যায়।

বর্ষার কালো মেঘ দেখলেই, রাজ্যের যত আলস্য
আমাকে পেয়ে বসে। সব কাজ ফেলে রেখে শুনি
আনমনা যত মানুষ আর হেয়ালী প্রকৃতির গান।
কালো মেঘের মাঝে সাদা বক খুঁজে হই হয়রান।

শ্রাবণের ঘনকালো মেঘের গহীনে একটি ব্যাকুল মন
খুঁজে বেড়ায় কেবল একটি নিবিড় আশ্রয়। যেখানে
একান্তে বসে স্মৃতির সাদাকালো এলবামটা সে দেখে
নিতে পারে, মেঘমেদুর নিরালায়, পয়োধর সান্নিধ্যে।

http://www.bangla-kobita.com

বর্ষা আমাকে সৃষ্টির মন্ত্রণা দেয়। আলস্যের মাঝেই
সৃষ্টির উন্মাদনা পেয়ে বসে। শুধু চাই একটু নিঃশব্দ
নিবিড়তা, একটুখানি একান্ত ঠাঁই। বর্ষা এলেই তাই,
আমি একটুখানি প্রাইভেসির খোঁজে অস্থির হয়ে যাই।

বর্ষা রাঙ্গানো জীবন

- পলক রহমান

অনেক প্রতীক্ষায় আকাশ এবার খুলেছে বর্ষা কপাট,
হোক না চোখের পলকে মহামারি অন্তহীন লোপাট
গ্রীষ্মের মুঠো মুঠো শুষ্ক কঠিন বিষণ্ণ জেদি রোদ।
আষাঢ়ের ঘনকালো মেঘ বৃষ্টির জলে নেবে প্রতিশোধ
তপ্ত প্রকৃতির অনুক্ষণ দীর্ঘ আহাজারি অনুকূলে,
ভরবে মরু মাঠ অকুণ্ঠ ফুল আর পুষ্ট মানের ফসলে।

আবার একটা কাক ভিজবে বাড়ির কার্নিশে,
ঘনঘোর বর্ষায় ভিজে ভিজে আলগা পানি সে-
মেঘলা রোদে শুকিয়ে নেবে পালক মেলে।
আবার কিছু নতুন বউ আনমনে যাবে ভুলে-
চিলেকোঠায় নাড়িয়ে দেয়া শেষ বিকেলের কাপড়
ভিজবে সন্ধ্যার আলোয়, মনে পড়তেই উঠবে ফাঁপর।
সংসারী ছলা কলায় বর্ষাকে অনেক করে দুষবে,
তবুও মনের মধ্যে মেঘ ডাকা শিহরণ পুষবে।

আবার ঠক্‌ঠকে ডাঙ্গায় উপর হয়ে পড়ে থাকা
স্থবির স্বপ্নের জীবন ফেরানো শত শত নৌকা
ভাসবে, খাল বিল থৈ থৈ নদীর নব্য ভাসা জলে।
আবার চঞ্চল হবে গঞ্জের হাট গৃহস্থ চলাচলে।
বেদেনীর পসরায় দুলবে কানের দুল, রেশমি চুড়ি,

http://www.bangla-kobita.com

নতুন বউয়ের আনচান বুক খুঁজবে বাপের বাড়ি।
নায়র যেতে প্রতিদিন সাজবে, প্রতীক্ষা অনুমতির,
কত ভাবনায় জোগাবে মন বর্ষায় ব্যস্ত পদ পতির।

বর্ষার জন্য তাই এত অপেক্ষার উন্মত্ত সুখের প্রহর,
এত আয়োজন, কত শত স্বপ্নের দিগন্ত রঙ্গিন শহর।
ঘামে ভিজে তবু ক্লান্তিতে পেতে চায় বৃষ্টির ছোঁয়া,
ঘন বর্ষার ঝিম বৃষ্টিতে হোক না দৃষ্টি ধোঁয়া ধোঁয়া ।
তবুও ভরবে মাঠ, জমবে হাট বিচিত্র কোলাহলে,
শ্বশুর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি হবে এক সমতলে।
আবার বুকের মধ্যে জন্ম নেবে নতুন ধৈর্যের মোহ,
বর্ষা অন্তে ফি বর্ষার আগে যতই আসুক গ্রীষ্ম দাহ।

বর্ষাকাল

- মোঃ আবদুল মান্নান

আদিগন্ত মেঘমালা,   বৃষ্টি ঝরে পড়ে
প্রথম আষাঢ় এলো ঘোর অন্ধকার
সুদূর অতীত স্মৃতি জাগিছে অন্তরে
মেঘদূত কাব্য নাম স্মরি বারবার ।
সহস্র বছর পূর্বে কবে এই দিনে
সেই সে বিরহী কণ্ঠে জেগেছিল গান
আকাশে যক্ষ প্রিয়ার পথ চিনে চিনে
মেঘমালা দূত হয়ে হলো বহমান ।

আবার কোন সে দিন কালিন্দীর কুলে
অঝোর ধারার সাথে বেজেছিল বাঁশি
কূল হারা কুল বধূ ভিজে এলোচুলে
ছুটে ছিল নদী কূলে হ' তে কার দাসী
আজো আসে বর্ষাকাল আজো বিরহিণী
ঝর ঝর বৃষ্টি সাথে যাপিছে রজনী ।

http://www.bangla-kobita.com

বর্ষাপরী

- দীপঙ্কর বেরা

আমি রিক্ত সবুজের প্রাণে ঢালি সুধা
ফুটি ফাটা রুক্ষ মাঠে ভরি মিষ্টি কণা
ছল ছল নদী বিলে কল কল কথা
আমি নাচি বর্ষাপরী মেলে দিয়ে ডানা ।
ঝিরি ঝিরি টিপ টিপ অঝোর ধারায়
ফোঁটা ফোঁটা সুখ ঢালি ভিজিয়ে নিচোল ,
ফলে ফুলে শস্য জাগে এ বিশ্ব ধরায়
আমি সুপ্তি সিক্ত করি বিছিয়ে আঁচল ।

আমি ডাক ছেড়ে যাই গুরু গুরু রব
উদ্দাম ভেসে বেড়াই উন্মুক্ত আকাশে
কর্মের জোয়ারে আনি আশা কলরব
কিশলয় রিমঝিম আমার বিভাসে ।
সৃজন শান্তির বার্তা আমি বর্ষাপরী
কদম শাপলা ফুলে এ বাংলাকে ভরি ।।

বর্ষামঙ্গল

- প্রনব মজুমদার

অনেকদিন ধরে আমরা একাকী
ঘরছাড়া মানুষের মতন,
হারিয়েছি ঔদার্যবোধ!
পারস্পরিক বিশ্বাসের মজবুত সাঁকোটা
ঘুণধরা নড়বড়ে
কে জানে কখন ভেঙে পড়ে?
মাটির দাওয়ার শতচ্ছিন্ন মাদুরে
সর্বহারা বালিশ- কাঁথায়
হেলাফেলায় পড়ে আছে পাড়াগাঁর শৈশব!
এখনো সাঁঝবেলায় হাস খেলা করে
পুকুরের অমলিন জলে,
অলক্ষ্যে কখন বৃষ্টি ঝরে পড়ে
ভাঙা বুকের চত্বরে,
আর তা এত করুণাঘন
যে আমরা বৃষ্টিধারায় আকীর্ণ হয়ে
ঘুমিয়ে পড়ি স্বপ্নে!
যতদিন বৃষ্টি আসে-- তাকে ভালোবাসো
মৃদু কারুকাজ করা পাত্রে ধরে রাখো
আগামী স্বপ্নের সম্ভাবনায়...

http://www.bangla-kobita.com

বর্ষার আগমন

- হিমাদ্রী শেখর ঘোষ

গ্রীষ্মের দাবদাহ তপ্ত ধরায় ,
শীতল জলের ছিটে বর্ষা ঝরায় ।
তপ্ত গ্রীষ্মে ভাবি আসবে কখন ,
বর্ষার কালো রূপে ভালো হয় মন ।
গুড়ু গুড়ু গর্জনে , ঘন ঘন ডাকে ,
কালো মেঘে আকাশটা তাড়াতাড়ি ঢাকে ।
বিদ্যুৎ ঝলকানি কালো মেঘ মাঝে ,
বর্ষাও সেজে ওঠে তার নিজ সাজে ।
ঝিরিঝিরি ঝমঝম কত রূপে তাই ,
কালো করে আকাশটা বর্ষা ঘানায় ।
বৃষ্টির সাথে সাথে মাঝে মাঝে ঝড় ,
ধুলো বালি উড়ে আসে , ভরে যায় ঘর ।
আশপাশ সব ভেজে , ছাটে ঘরদোর ,
ঝিরঝির করে ভেজে শুকনো কাপড় ।
গাছপালা দুলে দুলে ভেজে সারাক্ষণ ,
ভালো লেগে ভিজে ওঠে শুকনো এ মন ।

বরষাক্ষণে

- বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবী

সেদিন
আষাঢ়ের শেষের ক্ষণ,

কালোমেঘের দলে আমি হারিয়েছি
ভুবনখেলার আয়োজন।

চমকানো বিদ্যুতের আলোকে
ভেঙ্গে যাওয়া আইল ধরে
হেঁটে গেছি বহুদূর পথ।
গুড়িগুড়ি বৃষ্টি স্বাগত জানিয়ে সারা পথে
গান শুনিয়েছে নির্জন প্রান্তরে
সেই ভোর।

ধানের ক্ষেত অভিমানী।
বৃষ্টির জল ঠেলে দেয় শীর্ণ খালের বুকে।
যেন
শোঁ শোঁ গর্জন।

আষাঢ়ের শেষক্ষণে

শ্রাবণের ধারা বইবে বলে
ছোট নদীটা কুলুকুলু গাইছে
আপনভোলা।

http://www.bangla-kobita.com

ছন্দহীন কোন ছন্দের তালে।

জীবিকার টানে
নৌকায় দেখা যায়
ছোট আলো।

টিম টিম
টিম টিম

কেয়ার বন
নিস্তব্ধ হয়ে আছে এইখানে।

যেন ভাঙ্গবে আকাশ
উদ্দাম নাচে
মৃত্তিকাবুকে

কচুরিপানা ঘরছাড়া হয়ে
দিগ্বিদিক
শ্রাবণবেলা
বয়ে যেতে চায়।

যাক না।

উদাস আমিতো আছিই
প্রাকৃতিক লেন্সে

সব সাজিয়ে রাখায় ব্যস্ত হয়ে।

বর্ষার আগমন

- মোঃ আল- আমিন

বিজয় বেশে বর্ষার আগমন,
বল প্রয়োগে গগণ জুড়ে গর্জন।
তীব্র হুংকার বিজলির আলো,
চারদিকে সৃষ্টি হয় আঁধার কালো।

বর্ষার আগমনে বাগানে বাগানে ফুটছে ফুল,
বর্ষার গ্রহণে ফুলের সৌরভ ছড়াচ্ছে নহে ভুল।
হাসনাহেনা আর রজনীগন্ধার আকর্ষণীয় গন্ধ,
ভালবাসার ছুঁয়ায় যেন হৃদয় হয়ে যাবে বন্ধ।

কৃষকের জমি আমন আর আউশ ধানের মেলা,
বর্ষার বলিষ্ঠ তাণ্ডবে জোয়ারের জলে খেলছে খেলা।
পোক্ত, পাকা ধানের আকর্ষণীয় ছায়ায়,
তাড়াতাড়ি কেটে আনে ঘরে আপন মায়ায়।

অবণীর মা ধান রৌদ্রে দিয়েছে,
হটাতই আকাশে মেঘ জমেছে।
বর্ষার হাঁসি সৃষ্টি হয়,
তাড়াহুড়া করে ধান ঘরে লয়।

http://www.bangla-kobita.com

গাছে গাছে নব কুঁড়ির সৃষ্টি,
চক চক করে কুঁড়ি, যখন শুরু বৃষ্টি।
চারপাশ ঠাণ্ডা বায়ু যত দূর যায় দৃষ্টি,
হৃদয় গহীনে শুরু ভালবাসার কম্পন সৃষ্টি।

বর্ষার মৃদু ঠাণ্ডা বাতাসের ছুঁয়ায়,
অবণীর হৃদয়ে জমেছে ভালবাসার স্পর্শ মায়া।
নির্জনে, নীরবে কাঁদছে একা,
সবাই ভাবছে অবণী বুঝি ন্যাকা।

বরষার আয়োজন

- মোঃ আরিফুর রহমান (ডিজিটাল কবি)

রিমি- ঝিমি, টাপুর- টুপুর জল- স্থলে
সে আমারে ভিজিয়ে দিলো নতুন করে।
ওযে টিনের চালে যাচ্ছে নেচে হেলে দুলে
ওযে এলো আমায় গান শোনাতে মিষ্টি সুরে।
যেন বঙ্গ- মাতা সুর উঠালো মধুর গানে
সে গানে আজ হারিয়ে যাবো অচিনপুরে।
তোরা নেরে জেনে, নেরে জেনে, নেরে জেনে;
বর্ষা আমায় সৃষ্টি- সুরে নেবে টেনে।

মাঠ- ঘাটেতে টুইটুম্বুর নতুন জলে
সে জলেতে যাবরে আজ ভেলায় চলে।
সে ভেলাতে রাখবো আমি শাপলা তুলে
সে শাপলা আনব ঘরে সন্ধ্যে হলে।

তোরা নেরে জেনে, নেরে জেনে, নেরে জেনে;
বর্ষা আমায় ছেলে বেলা দিবে কিনে।
আজকে আমি সেই বেলাতে যাব ফিরে
নতুন নতুন কাব্য আমায় রাখবে ঘিরে।
মাছ ধরবো ইচ্ছেমত বর্ষা- জলে
সবাই আমায় বলবে আবার দুষ্ট ছেলে।
সারাটা দিন কাটিয়ে দেবো দুষ্টুমিতে
ভাব জমিয়ে নেবো আমি এই মাটিতে
যে মাটি আজ হাত মিলালো বর্ষা- হাতে।
মাখবো কাদা, কিসের বাধা? আয়না সাথে
ভিজাবো গা, বিনে ছাতা ঘুরবো পথে।
আয়নারে আজ দুঃখগুলি দেইরে ধুয়ে,
সুখটাকে আজ বসুন্ধরায় দেই ফিরিয়ে।

http://www.bangla-kobita.com

বরষার আহ্বান

- অরুণ কারফা

আবার আসছে বর্ষা নেমে
এক নতুন কলেবরে
ধানগাছগুলো ঝাঁকিয়ে মাথা
নাচছে থরে থরে।

ছুটছে বাতাস ভাসছে মেঘ
গুরু গুরু গুরু রবে
যেখানে গিয়ে জিরোবে তারা
সেখানেই বৃষ্টি হবে।

পাপিয়ার ডাকে দিয়ে সাড়া
কেতকী চমকে ভাবে
সারাটা বছরই বোধ হয় ধরায়
এমন বরষ হবে।

এমন দিনে পুরানো কথা
ভাসলে স্মৃতির পাতায়
নতুন করে তরতাজা হয়
সবুজ রঙের ছোঁয়ায়।

http://www.bangla-kobita.com

বর্ষার ছড়া

- ডঃ শিপ্রা হালদার

দিন নেই রাত নেই ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি ।
মেঘ ভরা আকাশের একি অনাসৃষ্টি ।।
বন্যা বলে রীণা ওরে আয় ওরে দেখে আয়।
জলে জলে ভরে গেছে চারিদিক রাস্তায়।।
কত মাছ ভেসে গেল নাই তার অন্ত।
মালিকেরা মাথা খোঁড়ে কে করে তদন্ত।।
কত ঘর পড়ে গেল ভেসে গেল বস্তি।
পৌরজনের মনে নাই কোনো স্বস্তি।।
নৌকা ও ডিঙ্গি লয়ে করে পারাপার।
চারি দিকে উঠিয়াছে রব হা- হা কার।।
দলে দলে করে সব রিলিফের কাজ ।
নাই কোনো কোন্দল সভ্য- সমাজ।।
বিতড়িছে ঔষধ আর চিঁড়া গুড়।
আকাশে বাতাসে ভাসে বিষাদের সুর।।

বর্ষার খেলা

- কবি মোঃ ইকবাল

বর্ষার জলে নদী ফিরে পেলো
তার পরিপূর্ণ জলধারার রূপ,
শিশু- কিশোররা স্নানে মশগুল
আনন্দে দিচ্ছে ডুবের পর ডুব।

তরুণেরা যাচ্ছে জলেভরা মাঠে
খেলবে নানান রঙের খেলাধুলা,
রাস্তায় কাদা আর হাঁটু জল তাই
বুড়ো- বুড়িদের ঘরে থাকার পালা।

ইলশেগুঁড়িতে বালক- বালিকারা
আম কুড়াতে যাচ্ছে বাগানে বাগানে,
প্রবল বর্ষণে পক্ষীকুলও ব্যস্ত তবু
ছানাদের আহার খোঁজার সন্ধানে।

ধানের জমিতে হাঁটুজল পানিতে
কৃষক কর্মে ব্যস্ত আছে আপন মনে,
কখনো বজ্রপাতের বিকট শব্দে
ডাঙায় উঠছে কৈ মাছ ক্ষণে ক্ষণে।

http://www.bangla-kobita.com

বর্ষার এই অনন্য অপরূপ দৃশ্যে
মনের আনন্দধারা অবিরত চলমান,
বর্ষার এই জলধারার আয়োজনে যেন
হৃদয়ে আসে স্বপ্ন গড়ার আহ্বান।

বরষার আয়োজন

- সুদীপ তন্তুবায় (নীল)

দুর নীলিমায় হেথায় সেথায়
বাদল মেঘের ছায়া
ঢাকবে যে এসে বাঙলার বুক
বরষা বেলার মায়া ।

মেঘবালিকারা করছে সুদূরে
বরষার আয়োজন
বৃষ্টিরা এসে সবুজে মাটিতে
করবে আলিঙ্গন ।

বৃষ্টি পরশে শুষ্ক রজের
ভেঙে যাবে অভিমান
ভেঙে যাবে ঐ ক্লান্তি জড়ানো
চাতকের গাওয়া গান ।

ছুটবে কৃষক বলদের সনে
লাঙল নিয়ে যে মাঠে
তার হাত ধরে গুটি গুটি পায়
বৃষ্টিরা যাবে হেঁটে ।

http://www.bangla-kobita.com

চারিধার হতে সরবে নীরবে
বৃষ্টি আসবে ধেয়ে
ভিক্ষুক এক হেঁটে যাবে পথে
বরষার গান গেয়ে ।

বৃষ্টি আকাশে শঙ্খচিলেরা
উড়বে যে দূরে দূরে
ডানাগুলো হতে ঝিরিঝিরি জল
পড়বে গো শুধু ঝরে ।

ঝিরিঝিরি সুরে নূপুর বাজিয়ে
মেঘবালিকারা এসে
বৃষ্টি আঁচল উড়াবে যে দুই -
বাঙলাকে ভালোবেসে ।

ভাসবে গঙ্গা ভাসবে পদ্মা
অথই বরষা জলে
দুই বাঙলাই ভেসে যাবে এক
নব সৃজনের কোলে ।

বর্ষার আয়োজন

- অভিষেক মুখার্জী

ছোট ছোট পদক্ষেপ...
পদধ্বনি শুনি-
শুনে শুনে কত কাল বয়ে চলে যায়-
বলা দায়
এ' বয়ঃসন্ধির পীড়ন, দগ্ধতা।
তবু তুমি- ওগো ধীরগামিনী আসো...
আবার আসো আমার প্রাণের ' পর
স্নিগ্ধ গাছের ছায়া জুড়ে- ধূসর মাটি ফুঁড়ে চাওয়া
জীবনতৃষার বিন্দুমাত্র- ' হে ধরণী কর তুমি বর্ষার আয়োজন!'

বৃষ্টির শীত ঘেরা ঘন জলাশয়ে ঘুমন্ত জলপোকার দল
ঘুরে ফিরে বেড়াবে- হারাবে দু' টো মন মিশমিশে
কালো মেঘের ধোয়ায়।
আজি এ' বরষার বারোমাস্যায় ধুয়ে যাবে
সগরের শাপ- মুছে যাবে ছেঁড়া তানের সুরগুলো
কারোর প্রত্যাশায়।
দেখেছি কত কী শহরের গলা পচা রীতি-
বিধির প্রতারিত বন্ধনে বাঁধা আঁখিদুটি- দেখেছি
উথলি সাগর- নদী- দীঘি-
এ' কূল ও' কূল ব্যাকুল।

http://www.bangla-kobita.com

তবু এ' বিপদসংকুল-
পথ বেয়ে এনেছো তুমি স্বপ্নের ধারা; বুঝেছি
তুমি- আমার কান্নার ডাক শুনিতে পাও...
শুনিতে চাও আমারই যৌবনের
ভেজা সোঁদা একঘরের গল্প- ' রাতভেজা আকাশের দু' চোখ
মুছে যাবে একদিন-
একদিন- জানি একদিন সবে ভুলে যাবে তোমায়; মনে রাখবে
কয়েকটা যৌনমিলন- আর ক' টা অন্ধকারে জীবন' ।

বর্ষার কাব্য

- রিয়েল আবদুল্লাহ আল মামুন

ঝরঝর,
ঝর ঝর,
টানা দিন ঝরছে;
হরহর,
তরতর,
খাল বিল ভরছে।

মাঝি সাব,
চুপচাপ,
বসে রয় ঘাটেতে;
জলে কাল,
ভেঙ্গে আল,
কৃষ' ধায় মাঠেতে।

খালবিল,
নদী ঝিল,
থইথই জলেতে;
বঁধু সব,
মোৎসব,
আজ করে কলেতে।

http://www.bangla-kobita.com

তরী চায়,
নিরুপায়,
যাত্রীরা ওপারে;
মাঝি ঘরে,
অবসরে,
কে আনিবে এপারে।

ধেনু দল,
ছলছল,
রাখালে চেয়ে রয়;
কটা খড়,
খড় খড়,
দিনভর কত সয়।

ছোট বাবু
হাবু কাবু
ধরে কত বায়না;
মা যবে,
জ্বর হবে,
জল ধারে যায় না।

পাখি সব
কারও রব
নাই আজ মুখেতে;
বাসা ফুঁড়ে,

জল ঝুরে,
কত ভয় চোখেতে।

নদী বাঁকে
ঝাঁকে ঝাঁকে
মাছ ধরা পড়েরে;
হর হর
তর তর
সারাদিন ঝরেরে।

আজ কেন,
ঘরে মন,
নাহি আর বসেরে;
দূরে তার,
পালাবার,
অংক যে কষেরে।

টুপ টাপ,
চুপচাপ,
কী মজার বৃষ্টি;
কাজ নাই,
ঘুম তাই,
কী দারুণ কৃষ্টি।

http://www.bangla-kobita.com

সুনয়না,
আনমনা,
জানালায় দাড়িয়ে;
কোথা জানি,
মনখানি,
গেছে তার হারিয়ে।

কড় কড়
মর মর
আকাশেতে শব্দ;
বাজ পড়ে
ঝাঁজ ধরে
কান হলো স্তব্ধ ।

নালা হতে,
বাইর পেতে,
মলা মাছ ধরেরে;
খুশি মনে,
ক্ষণে ক্ষণে,
খালি গলুই ভরেরে।

ফুল কলি
পিঠা পুলি
তাল চলে ঢেঁকিতে;
নববধূ

কত মধু
পড়শি আসে দেখিতে।

থরথর,
জড়সড়,
কম্পিত পাতাদল;
সবেগে,
অনুরাগে,
নৌদিকে ছুটে জল।

চুল খুলি,
বুলবুলি,
বসে রয় দুয়ারে;
বৃষ্টি বৃষ্টি,
সুখ বৃষ্টি,
আশা সব মোয়ারে।

ঝরো ঝর,
বুকে ডর,
জল প্রেমে মিশেরে;
আয় মজি,
জলে ভিজি,
এত ডর কিসেরে।

http://www.bangla-kobita.com

বরষার দিনে

- মুহাম্মদ সাইফুল আলম

বরষায় রুমঝুম সারাদিন বৃষ্টি
নূপুরের ছন্দে, খোদাতালার সৃষ্টি।

বিহানে শুরু হয়ে সারাদিন গড়িয়ে
ঝরঝর ঝরছে কাদামাটি জড়িয়ে।

উঠোনটা পিছলে বৃষ্টিতে ভিজে হায়
একটুকু হাঁটলে পড়ে যায় পিছলায়।

এই শুরু এই নেই কিছুক্ষণ নেয় দম
আকাশের মেঘমালা ঝরছে হরদম।

গড়গড় মড়মড় গাছপালা মটকায়
শু- শু সুর তোলা বাতাসের ঝটকায়।

মাঝে মাঝে হাঁকডাক বিদ্যুৎ চমকায়
তাই দেখে ভয় জাগে দুরুদুরু মনটায়।

পথ- ঘাট পুকুরেতে পানিতে টইটই
ঘর থেকে এই দিনে কেমনে বের হই।

তারপর একদিন আকাশের নীলে ঐ
রংধনু জেগে উঠে বরষার বিদায়েই।

বর্ষার কবিতা

- লক্ষ্মণ ভাণ্ডারী

সারা আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা
কালো মেঘে আকাশ গেছে ছেয়ে।
নৌকাখানি বেঁধে রেখে কূলে
ঘাটের মাঝি ফেরে আপন গাঁয়ে।

ভরা নদী কানায় কানায় বান
উপচে পড়ে প্রবল জলের ঢেউ।
ভরা নদীতে ডুব সাঁতার দিয়ে
ওপারে যেতে পারে না তো কেউ।

সকাল হতে নেমেছে বর্ষা আজ
বন্ধ হয়ে গেছে বাজার হাট।
খেয়া পারাপার বন্ধ হয়েছে সব
জন মানব শূন্য খেয়া ঘাট।

ঝম ঝমাঝম বৃষ্টি নামে
থেকে থেকে মেঘের গর্জন।
বিদ্যুৎ চমকায় আকাশের গায়
নতুন করে বর্ষার আয়োজন।

http://www.bangla-kobita.com

মুষলধারায় নামলো বৃষ্টি
ক্ষেতে যাওয়া বন্ধ হল আজ।
চাষিরা সব বসে আছে ঘরে
রইলো পড়ে চাষের যত কাজ।

একূল ওকূল ভাসিয়ে দুইকুল
বাঁধ ভেঙে ঐ ঢুকছে গাঁয়ে জল।
নদীর কূলে গাছটা গেছে পড়ে
নীড়হারা পাখিগুলো করে কোলাহল।

বর্ষার মেঘে ঢাকা নির্জন সন্ধ্যা
চুরি করে আকাশের জোছনা।
উড়ে যেতে চায় সে আকাশে
মেলে দিয়ে ভালবাসার পাখনা।

বর্ষণ মুখর নির্জন এই সন্ধ্যায়,
প্রিয়া মোর দূরে আছে কাছে নাই।
মন বলে তারে শুধু পেতে চাই
কেমনে প্রিয়ার আমি দেখা পাই।

বর্ষার বৃষ্টিতে

- সামসুল আলম দোয়েল

বৃষ্টি এখানে বর্ষায়
কিছু কান্নায়, কিছু উৎসব আনন্দে
আকাশের উত্তাল ডাকে
মেঘে ভাসা শোরগোলে।

বর্ষার বৃষ্টিতে
মাটি করে স্নান, উর্বর বুকেতে
কাক ভেজা কলতান
সৃষ্টি এক প্রবাদে।

বর্ষার বর্ষণে
কিছুটা নিয়মে, কিছু উচ্ছৃঙ্খল আবেদনে
মেঘের গর্জনে, আলোর সংকেতে
ভেসে আসে প্রার্থনা সঙ্গীতে
মৃত্তিকা বাতায়নে!

বর্ষার কোলাহলে
প্রকৃতি সাজে ক্ষুব্ধতায়
বেসুরে প্রলয়ের দামামায়
হায়েনার তাণ্ডবে, মানুষের হিংস্রতায়।

http://www.bangla-kobita.com

বৃষ্টিটা শান্তির! বৃষ্টিটা আশীর্বাদ
চৌচির প্রান্তরে, কৃষাণের আহ্বানে
অভিশপ্ত আত্মার খোরাকে।
কখনো ফুটবল মাঠে
কখনো কৃত্রিম শুটিং স্পটে!

বৃষ্টিটা অভিশাপ, বৃষ্টিটা ধ্বংসের
গৃহহীন জীবনে, ভাঙ্গা রাস্তার খোরাকে
ফসলের পাকা মাঠে
পৃথিবীর ক্ষুব্ধতায়!

বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি! বর্ষার বৃষ্টি!
আমাদের ভরসা!

বরষার মেয়ে

- কবীর হুমায়ূন

ওগো বরষার মেয়ে!
রুক্ষ্ম পৃথিবী নয়ন তুলিয়া পথ পানে আছে চেয়ে।
চপল চরণে এসো ধরণীতে,
চাহে কুমুদিনী তোমা বরে' নিতে;
মর্মর স্বরে বনানী পত্র তোমার পরশ চায়,
কালো চুল খুলে ঝঞ্ঝা বাদলে এসো ঘুঙ্গুর পায়।

ওগো বরষার মেয়ে!
ঘোমটা খুলিয়া চপল হস্তে এসো নাওখানি বেয়ে।
ধূলি ধূসরিত বিমল আকাশ,
চপলতাহীন দীঘল নিশ্বাস;
সিক্ত করো গো পরশন দিয়ে আকাশের ব্যকুলতা,
বর্ষণঘন শীতল পরশে বলে যাও সব কথা।

ওগো বরষার মেয়ে!
উষর ভূমিতে নেমে এসো তুমি মল্লার গান গেয়ে।
বৃষ্টির ঝাঁপি খুলে ফেলো আজ,
ঝর ঝর ধারা আনো কারুকাজ;
সজল পবন বাদলের গাঁথা তুলে আনো সংসারে,
বরনের ডালা সাজিয়ে রেখেছি পুষ্পের সম্ভারে।

http://www.bangla-kobita.com

ওগো বরষার মেয়ে!
কৃষ্ণ মেঘের উড়ুনী ওড়ায়ে এসো নীপবন ছেয়ে।
তোমার আঁখির কালো তারা ' পরে
নামুক আষাঢ় ঝর ঝর করে;
অবগাহি যাবো যুগলবন্দী তৃষ্ণার্ত এ প্রাণ,
চারিদিকে খরা ফসলের জমি ফেটে আজ খান খান।

ওগো বরষার মেয়ে!
তপ্ত নিদাঘে অশান্ত মন আকাশের দিকে চেয়ে।
কদম্ব ফুল বুজে আছে চোখ,
পরশ আশায় রহে উন্মুখ;
রোঁয়ায় রোঁয়ায় ভালোবাসা দাও আকুল মিনতি তার,
বরষার মেয়ে, ধরায় এসো গো নিয়ে জল সম্ভার।

বর্ষার রূপ

- মোহাম্মদ আজিজুল হক রাসেল

সূর্যি মামা বর্ষায় দেয় ঘন ঘন আড়ি
আকাশ জুড়ে থাকে মেঘের পাল্লা ভারী।
কালো মেঘের আড়ালে কিরণের অবসর
বৃষ্টির ফুঁটা যেন পড়ে ঝর ঝর ।

বাদল ধারায় পত্র পল্লব ফিরে পায় যৌবন
ধরা তার নিপুণ খেলায় সাজায় মৌবন ।
সবুজের সমারোহে জাগে চারিদিক
প্রেমের লীলায় মেতে উঠে পথের পথিক ।

চিলতে চিলতে হলুদ সবুজ রঙ্গে
ভালোলাগার অবাধ উপকরণ প্রকৃতির অঙ্গে ।
বর্ষায় বৃষ্টির শন শন শব্দ দোলায় কর্ণকুহর
বিলের পানিতে বের হয় শাপলা তোলার বহর ।

বৃষ্টিতে ভিজে কিশোরের জামা লেপ্টে থাকে গায়
শরীরে কাঁদার গন্ধ মেখে বাড়ি ফিরে যায় ।
বাবুই পাখির শৈল্পিক বাসা নারিকেলের ডালে
গুড়ি গুড়ি বর্ষণে দোলে হাওয়ার তালে তালে ।

http://www.bangla-kobita.com

বর্ষায় মাঝির ব্যস্ততা খেয়া পারাপারে
সন্ধ্যার আগেই রাখাল বালক হাতের কাজটি সারে ।
রিমঝিম রিমঝিম বৃষ্টিতে হিমেল অনুভূতি
ভালোবাসার উপাখ্যানে আসে নতুন গতি ।

বরষায় অনুপমার বিচিত্র জীবন

- শিমুল শুভ্র

আষাঢ়ের সন্ধ্যা' য় ঈষাণ কোণে কালো মেঘ জমেছে ভারি,
হৃদয়ের চারি ধার ভয়ে শঙ্কিত আজ উশৃঙ্খল দিশারী।
উত্তুঙ্গ নির্জনে ভূলোকে ঘনঘটা , আসছে চুরমার করে,
বাবা গেছেন উগ্রগাঙ্গে মাছ ধরতে, জীবন জীবিকার তরে।

বক্ষপিঞ্জরে আগমনী বরষা' য় চিন্তায় উথাল পাতাল করে,
স্তব্ধ ধরণী নৃত্যে মত্ত উল্লাসে অনুপমা একা অসহায় ঘরে।
খড়ে' র ছাউনি ভাঙ্গা বেড়া' র ফাঁকে বিজলী চমকায় ক্ষণে,
শিহরণ উঠে আকাশের গর্জন শুনে কাঁপছে প্রাণে মনে।

এক বরষায় মা' কে টেনে নিলো আঁধারে' র কালো নিশী' থে
ছোট ভাই' টি ও মায়ের টানে ছুটতে গিয়ে ভাসলো নদী' তে।
আজ ভয়ে কম্পিত অনুপমা চিন্তিত মনে হৃদয়ে তোলপাড়
স্বপ্নে' র মনসমুদ্রে অশান্ত ঢেউ তিব্বতের গিরিতটে দরবার।

দীপ্তোজ্জ্বল ভঙ্গিমায় বরষ বয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড সমীরণ বলে,
অরণ্য মেঘের তলে প্রচ্ছন্ন বজ্রের মত তাণ্ডব লীলা চলে।
পশ্চিম চালা উড়ে চলে গেলো অনুপমা কাক ভেজা শরীরে
প্রভাতে আলো' য় বাবা ফিরে এলেন সাদা কাফনে জড়িয়ে।

কাল এনেছেন বাবা সাগর খুঁড়াখুঁড়ি করে মস্ত বড় মাছ,
কেটেকুটে দিয়ে বললেন, মা' রে কিছু রাঁধ কিছু তেলে ভাঁজ।
পড়ে আছে সেই ভাঁজা মাছের টুকরো গুলো রেখেছে যেমন
বাবা' র মর দেহ পানে চেয়ে রইলো অনুপমা' র বিচিত্র জীবন।

বর্ষায় সিক্ত হৃদয়

- শূন্য

নিভাঁজ সাদা বকের ঝাঁক উড়ে চলে
হারিয়ে যায় ঐ দূর বহুদূর আকাশে,
আমার হৃদয়ে আজ কিসের খেলা চলে
বর্ষার এই ঠাণ্ডা শিরশিরে আবেশে!

ক্ষণে ক্ষণে কালো আকাশ চিড়ে দিয়ে যায়
বিজলীর জ্যোতির্ময় তীক্ষ্ণ আলোর রেখা,
বর্ষা সিক্ত হৃদয়ে আমার বেদনা খেলে যায়
এমন দিনে প্রিয়ার মুখ যে পাই না দেখা।

এই ক্ষণে প্রিয়া আমার দাঁড়িয়ে আছে হয়ত
উদাস চোখে ব্যথাতুর মনে জানালার গ্রিল ধরে,
ভিজে ভিজে সেই সংবাদ দেওয়ার ছলেই হয়ত
কাক ডাকছে অবিরাম ভাবে কা কা স্বরে!

অথচ এই বৃষ্টি বাদলা দিনে আমি গৃহ বন্দি
উঠোন- বাহির, রাস্তা ঘাটও পুরো কর্দমাক্ত
এমন বর্ষাতে কুকুর বিড়ালরাও করেছে সন্ধি
এমনভাবে শুয়ে আছে যেন একে অপরের ভক্ত!

http://www.bangla-kobita.com

গরুগুলো গোয়ালেই আছে আজ সারাদিন
একবারও বাইরে বের করা হয়নি,
বর্ষা' র সাদা ছোট ঢেউ ফুলে ঢেকেছে জমিন
তাই কৃষকেরা আজ কেউই মাঠে যায় নি।

সময়ের আগেই দিন ক্ষণে সন্ধ্যা নেমে এসেছে
বাদলা ভেজা আমার এই ছোট্ট গ্রামে,
দূর হতে শেয়ালের করুন বিলাপ ভেসে আসছে
কদম ফুলের সুবাসও আসছে বাতাসের খামে।

আহ, এই সুবাস যেন প্রিয়ার শরীরের সুবাস
বাতাসে ছড়েছে জানালা বন্ধ করার আগে !
ক্ষুণ্ণ মন নিয়ে যখন প্রিয়া ফেলেছিল দীর্ঘশ্বাস
তখনই পাগল করা সুবাস নাকে এসে লাগে।

ভাল লাগার কোমল পরশের অনুভূতি নিয়ে
চোখ বন্ধ করে দুই হাত বাড়ালাম মহাশূন্যে,
দক্ষিণা বাতাস উপহার আনলো উড়িয়ে উড়িয়ে
এক পশলা ঠাণ্ডা শীতল বৃষ্টি আমার জন্যে।

এবার বৃষ্টি ভেজা হাতে তাকালাম মহাশূন্যে
যেখানে অনুভূতি আঁধারের সাথে খেলা করে,
আরো এক পশলা বৃষ্টি অনুভূতিকে ভেজাবার জন্যে
ধেয়ে আসছে নৃত্য ছন্দে পৃথিবীর উপরে।

বৃষ্টি

- বিচিত্র কুমার

হৈ হৈ হৈ হৈ
বৃষ্টি এলো বুঝি ঐ,
পুকুর জলে থৈই থৈই
আনন্দে হই চই।

পাখি গুলো উড়ে যায়
এলোমেলো কই,
ছেলে- মেয়ে মাঠে খেলে
বৃষ্টি এলো ঐ।

কী মজা কি মজা
ছোট্ট বেলার খেলা,
ঝুম ঝুমা ঝুম বৃষ্টি পড়ে
বাড়ি ফিরার বেলা।

http://www.bangla-kobita.com

বৃষ্টি ও পাপবোধ

- রাহাগীর মনসুর

একটা বৃষ্টি বদলে দেবে সব
তোলপাড় জাগবে
জাগবে সবাই _
অভিন্ন আকাশের নিচে
মৃত , অর্ধ মৃত পাপবোধ
ভেসে যাবে ।

একটা বৃষ্টি চাই
তোমার আমার অনাকাঙ্ক্ষিত মন্দ
ভাসিয়ে দেব বলে ।

বৃষ্টি

- শ্রাবন্তী মুখার্জী

বৃষ্টি আজ সারাদিন ধরে তোমার অবিশ্রান্ত ধারা দেখছি-
দেখছি আর ভাবছি
তোমার এই ধারার মধ্যে রয়েছে
এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা, এক অবিমিশ্র আনন্দ
বুঝতে পারছি না কোনটা অনুভব করব
দুটো অনুভূতিই বড়ো তীব্র আমার কাছে,
বিষণ্ণতাকে যদি ভালোবাসি, তাহলে নিষ্ঠুর বাস্তবকে ভালবাসতে হবে
।।
আর অবিমিশ্র আনন্দকে যদি উপভোগ করতে চাই,
তাহলে সুখের নৌকায় পা রাখতে হয়।
খুব অবাক লাগছে না?
বৃষ্টির মতন এমন একটা সুন্দর সৃষ্টিকে ঘিরে
কবির এ কি কাব্য- পরিকল্পনা;
কিন্তু বৃষ্টি তুমি যে আমার কাছে দুটোতেই সত্যি
নির্মম নির্ভেজাল সত্যি
শৈশবের সেই নির্মম দিনগুলোকে যদি ভুলতে চাই
খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে যদি তোমার রূপ- রস- গন্ধ অনুভব
করতে চাই
তবুও মনের কোণে উঁকি দেয় বহুকাল আগের নির্মম সত্য
দুয়ের টানাপোড়েনে মাঝেমাঝে বড় ক্লান্ত অবসন্ন বোধ করি
মনে হয় যা গেছে তা যাক

http://www.bangla-kobita.com

যা পেয়েছি তা নিয়েই থাকিনা কেন?
পাওয়ার অঙ্কটাও তো বড় কম নয়,
তবু বর্ষার অবসন্ন দিনে, অন্ধকার ঘোর ঘনঘটায়
মনের অন্ধকূপ থেকে তুমি বেরিয়ে আস

বৃষ্টি

- সৌভনিক চক্রবর্তী

বারান্দাতে বৃষ্টি এলো
বৃষ্টি এলো মনে
হয় তো কোথাও কাঁদছে বা কেউ
ভীষণ সঙ্গোপনে।

হয় তো কোথাও বৃষ্টি আছে
ভীষণ প্রেমের সাথে
কাছে আসার চেষ্টা থাকে
নানান অজুহাতে ।

বৃষ্টি এলো রাতবিরেতে
প্রেম পেয়েছে ভারী
উষ্ণতা আর আলিঙ্গনে
প্রেমিক গিরিধারী ।

বৃষ্টি যে আজ অবুঝ বড়ো
মেঘলা হাওয়ায় ভাসে
ধরার চেষ্টা বৃথাই করা
পালায় অবকাশে।

http://www.bangla-kobita.com

বৃষ্টি যে খুব মজার জিনিস
ভিজলে বোঝা যায়
ছড়িয়ে ছিটিয়ে বৃষ্টি আছে
ঘুমের বিছানায় ।

বৃষ্টি ভীষণ চঞ্চলতায়
ছোঁয়ায় মিষ্টি হাসে
বৃষ্টি বুঝি নানান ছলে
আদর ভালোবাসে।।

বৃষ্টি অপ্রয়োজনীয়

- রাজীব ভৌমিক

মুহূর্তেও আজ ঘর ছাড়িনি,
কাদা কাদা রোদ মাখিনি গায়!
রাস্তার হৃদয়ে মেঘ, পায়ে জল,
এসকল ছলছল করে,
মিহি বাতাস দাঁড়িয়েছে জানালায় ;
বেশ খানিক কাকুতি করেছে,
" বাইরে এসো,
বাইরে বৃষ্টি,
সরোবর স্নিগ্ধ জল,
এসো,
বৃষ্টিতে ভিজ।"
শব্দাক্রান্ত আমি - নাভিশ্বাসে,
জানালায় দিয়েছি খিল।
বৃষ্টি প্রয়োজন নেই আমার।
বৃষ্টি প্রগলভতা, বেকারের বিলাস!
জলকণা মানেই মেঘ,
জলই বৃষ্টি।
স্ফটিকস্বচ্ছ গ্লাসে দু' বিন্দু জল ঢেলে নেই তাই ;
দু' বিন্দু বৃষ্টি যেন - আকাশচেরা, গন্ধহীন ;
আমার একান্ত ব্যক্তিগত বৃষ্টি!
এ সৃষ্টির নেপথ্য - শোন জনপদ ;

http://www.bangla-kobita.com

মাধবীর শরীর সরোবরে বেঁধেছে ঘর,
প্রতিফোঁটা বৃষ্টিতে তাই মৃত ডালিমের ঘ্রাণ,
আমার পাশবালিশে রক্ষিত সুবাস,
তোমাদের ভেজাচ্ছে আজ!
এ এক অচ্ছুত বৃষ্টি তাই।
বেহুলার ভেলা ডোবাবে বলে,
লখিন্দরের গায়,
ঝরছে অবিরাম!
শোন জনপদ,
তোমরা বৃষ্টিতে ভেজ - জেনো,
বৃষ্টি প্রয়োজন নেই আমার।
বৃষ্টি প্রগলভতা, বেকারের বিলাস!

বৃষ্টি কাব্য

- মিসবাহ কামাল শুভ্র

মেঘলা সন্ধ্যায়
পথের শেষে,
বৃষ্টি কাব্য
লিখছি বসে।
যাচ্ছি ভিজে
অঝর বানে,
ঝাপসা আঁধার
দূর সোপানে

টাপুর টুপুর
জলের গানে,
জল পরিরা ভিজছে স্নানে!
সন্ধ্যা পাখি
ফিরছে নীড়ে,
একেলা প্রহর
আমায় ঘিরে!

তবু-
মন খারাপের মুক্তি দিয়ে,
মেঘফুল-দের সঙ্গ নিয়ে,
নীরব বৃষ্টি আঁধার ছুঁয়ে
একেলা একা যায় ভিজিয়ে!

শুধু-
বৃষ্টি রিমঝিম

http://www.bangla-kobita.com

দুহাতে ধরে,
ভিজেছি অঝর
একাকী ঝরে!
পথের শেষে, মেঘের নীড়ে,
বৃষ্টি কাব্য
আমার ভিড়ে!

যদি-
পথ হারা মেঘ
শূন্যে ছুটে,
বৃষ্টি কাব্য
নিস-রে লুটে,
একাকী সন্ধ্যায়
পথের শেষে-
দেখিস স্বপ্ন
উদাস বেশে!

কান পেতে শোন
জলের নূপুর।
ঝরছে রিমঝিম
টাপুর টুপুর।
একাকী ভিজিস
শেষের পথে!
আমায় নিয়ে
সন্ধ্যা স্রোতে।

বৃষ্টি তুমি ধন্য

- মোঃ সুমন

চৈত্রের কোন এক রোদ্দুর বিকেলে
শ্রান্ত করতে এই ধরণী তুমি এসেছিলে,
স্বাগতম জানিয়েছে সবাই তোমার আগমন
কারণ তোমার উপস্থিতি ছিল খুবই প্রয়োজন।

প্রখর তাপে মাঠ- ঘাট করছিল খাঁ- খাঁ
খাল- বিল নদীতে শূণ্যতার ছবি আঁকা,
তরুলতা- গাছপালা মানুষ প্রাণী কত আরো
প্রাণে নিস্প্রাণ হয়েছে তারা হয়েছে মরমর।

তোমার আগমনে নিয়েছে সবাই একটু পরিত্রাণ
হয়ে উঠেছে ঝরঝরে আর ফিরে পেয়েছে তাজা প্রাণ,
প্রকৃতিতে তোমার কত অবদান বুঝি তোমায় ছাড়া
সময় মত যদি না কর বর্ষণ হয়ে যায় দিশেহারা।

"তাইতো বলি বৃষ্টি তুমি ধন্য, ধন্য তোমার কর্ম
এইভাবেই পালন কর তুমি তোমার ধর্ম"

http://www.bangla-kobita.com

বৃষ্টি- ছোঁয়া

- সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃষ্টি- ছোঁয়া প্রথম আষাঢ়, আর বৃষ্টি- ছোঁয়া এই মন ;
বৃষ্টি- ছোঁয়া এই আষাঢ়ে রইল, তোমার নিমন্ত্রণ।
বৃষ্টি- ছোঁয়া এই আষাঢ়- দিনেই ঘরে এলে তুমি ;
তোমায় ভিজতে দেখে মনের সুখে ভিজলো বনভূমি...
বৃষ্টি- ছোঁয়া এই বনভূমির মনে ভীষণ পুলক লাগে
বৃষ্টি- ছোঁয়া নদী নালায় প্রথম আষাঢ়ে সুর জাগে।
বৃষ্টি- ছোঁয়া গ্রামের উঠোন, বৃষ্টি- ছোঁয়া কুঁড়েঘর ;
বৃষ্টি- ছোঁয়ায় দ্যাখো , একসাথে ভেজে গ্রাম ও শহর ।
বৃষ্টি- ছোঁয়া খাল- বিল- ডোবা- পুকুর- নালা- নদী ;
আমি ছুঁতে চাই মেঘ খানাকে, একবার পাই যদি!

বৃষ্টি ভেজা ছুটির দিন

- সৌমিতা শেঠ

আজ অনেক দিন পর পেলাম ছুটি,
যার মাঝে খুঁজে পেলাম একটুকরো মুক্তি ।।
সামনে আসছে এক অন্য জীবন,
যার মাঝে সদা ব্যস্ত রাখব নিজ মন ।।
সত্যি কি এমনি ভাবেই যাব সব ভুলে ??
দেখি মেঘ জমে আছে আকাশের কোলে ।।
গ্রীষ্মের রৌদ্র তেজে উত্তপ্ত ধরা,
প্রচণ্ড উত্তাপে মৃতপ্রায় শুষ্ক বৃক্ষ চারা ।।
হঠাৎ এসে বর্ষারাণী ঝরালো বৃষ্টির ধারা,
উত্তপ্ত ধরণী খুঁজে পেল শীতলতার ছোঁয়া ।।
শুষ্ক গাছ উঠল ভরে সবুজ কচি পাতায়,
নানা রঙের ফুল নানা গাছের নানা শাখায় ।।
ধরার ন্যায় জীবনও খোঁজে এমনি শীতলতা,
স্নেহের ছোঁয়ায় ভুলতে চায় সকল বিষণ্ণতা ।।
সেই জীবন কি আজ আসছে তবে ধেয়ে ??
জানালা খুলে রয়েছি আমি বৃষ্টির দিকে চেয়ে,
বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি, কি অপরূপ সৃষ্টি,
তোমারই তালে তালে হারিয়েছে মোর দৃষ্টি ।।
মায়ের রান্না ঘরে চড়েছে খিচুড়ির হাঁড়ি,
এমন দিনে কোথায় তুমি বন ময়ূরী ??
নাচ ময়ূরী নাচ রে, ঝুম ঝুমাঝুম নাচ রে,
ঐ এল, আকাশ পানে, বর্ষারাণীর সাজ রে ।।
এসো বনময়ূরী, দেখাও না তোমার নাচ ??
তোমার নাচের তালে তালে নাচব আমিও আজ ।।
ও সোনা ব্যাঙ, ও কোলা ব্যাঙ, কোথায় তোরা ??
ছুটে আয়, তোদের গানে মাতিয়ে দে বসুন্ধরা ।।
এই গান ও নাচে মাতব আমিও সারা বেলা,
এমনি করেই আয় ভুলি মোর সকল বিরহের বেলা ।।

http://www.bangla-kobita.com

বৃষ্টি ভেজা মিষ্টি প্রেমের গান

- সৈকত পাল (নীরব দুপুর)

আকাশ ভেঙে আজ বৃষ্টি এলো
তুমি এলে তাই,
মনের চারিপাশ রঙিন হলো
তুমি ছুঁলে তাই।
বুকের ভেতর উঠলো যে ঝড়
ইচ্ছে খেচর
মেললো রঙিন ডানা,
দ্বিধার বাঁধন ভুলেছে এ মন
পেয়েছে জীবন
বাঁচার নতুন ঠিকানা।
মাতাল বাতাসে খুশির আবেশে
প্রতিটি নিঃশ্বাসে
তোমার প্রেমেতেই আজ ডুবে যাই।।

মল্লার সুরেতে চাই যে হারাতে
তোমারই সাথে
আজ দূর অজানায়,
যেখানে খুশি ভালোবাসাবাসি
প্রেমেরই বাঁশি
বাজে শুধুই পূর্ণতায়।

http://www.bangla-kobita.com

স্বপ্ন সাজায় চোখের পাতায়
মন কল্পনায়
দেখি তোমায় যে দিকে তাকাই,
বৃষ্টি নূপুরে অন্তর জুড়ে
সুখের আদরে
জেনো তোমাকেই কাছে পাই ।।

মন মেঘদূত প্রেমের বিদ্যুৎ
অযুত নিযুত
ঝলকায় হৃদয় আকাশে,
আগামী ভবিষ্যৎ জীবনের পথ
করেছি শপথ
চলবো একসাথে ভালোবেসে।
আশার জোনাকি দিচ্ছে উঁকি
তোমাকেই ডাকি
আজ অনুভবে উৎসবে তাই,
হৃদয় সবুজে সকাল সাঁঝে
আবেগে ভিজে
শুধুই মিলনের গান গাই ।।

বৃষ্টিতে ভিজে এস প্রিয়

- মো: আনোয়ার সাদাত পাটোয়ারী

বৃষ্টিতে ভিজে এস প্রিয়
খোঁপায় দেব কদম ফুল,
ভেজা আঁচলে ভরিয়ে দেব
ভালবাসার মুকুল
ভালবাসার মুকুল।
ঐ

তোমার ভেজা অঙ্গ দেখে
থমকে যাক এই লগন,
তোমার কাল কেশ দেখে
লজ্জা পাক ঐ গগন।
তোমায় পেয়ে ধন্য হউক
গন্ধরাজ বকুল
গন্ধরাজ বকুল
ঐ

তোমার চন্দ্র রূপ দেখে
চমকে যাক চাঁদের মন,
তোমার দুর্গা রূপ দেখে
কষ্ট পাক আষাঢ় শাওন।
তোমায় পেয়ে অনন্য হউক
পাপিয়া বুলবুল
পাপিয়া বুলবুল।
ঐ

http://www.bangla-kobita.com

ভরা বর্ষার খরস্রোতে

- পরিতোষ ভৌমিক

দিন দুপুরে রাত নেমেছে আকাশ গেছে ছেয়ে
কালো মেঘে রোদের আভা পালায় ভয় পেয়ে,
ছুটছে গরু ছুটছে ছাগল ফিরছে পাখি নীড়ে
ফুঁসছে জল কল কল ভাসছে নদীর তীরে ,
আকাশ কোলের মেঘেরা সব নামে বৃষ্টি নিয়ে
ভয়াবহ আপ্লাবনে ঘর বাড়ি নেয় ভাসিয়ে ।
হাট বসেছে গঞ্জ যেথায় নদীর কূল বেয়ে
জলোচ্ছ্বাসে সাঙ্গ হলো লেনদেন সব চুকিয়ে,
চিন্তা ভীষণ পরলো মনে ঘরের কথা ভেবে
জীর্ণ ঘরে একা মেয়ে,   এখন কি জানি কি হবে !
যেই ভাবা সেই কাজ মাথায় নিয়ে বৃষ্টি বাজ
ছাতা মাথায় ধরল হাঁটা গায়ের পথে আব্বাস,
লম্বা সরু সড়ক শেষে নদীর তীরে এসে সে
জলের তোড়ে ভয় পেয়ে গর্জায় আপন শ্লেষে,
" এত কিছু হচ্ছে দেশে,   হয় না সেতু এই দেশে,
কোনদিন জানি এ জলের স্রোতে কে যাবে ভেসে"।
ছাতা ব্যাগ মুষ্ঠি করে ঝাঁপ দেয় নদীর বুকে
যেমন করে পার হয় নদী রোজ রোজ লোকে,
ভরা বর্ষার খরস্রোতে আব্বাস ডুবে নদীতে
জীর্ণ শীর্ণ ঘর তার সুরক্ষিত রয় স্মৃতিতে ।।

বৃষ্টির জন্য

- মুহাম্মদ রুহুল আমীন

কোথা গেল শেওলা- দামদল,   কানায় কানায় পানি?
বিলীন হয়েছে রক্ত কমলের রক্তিম শোভাখানি।
উয়ে খেয়েছে ডিঙ্গি তরী, লুপ্ত হয়েছে ঢেউ
মাটির নীচে ঘুমিয়ে গেছে আকাশের চাঁদ সেও?

কোথা গেল সাদা কাশফুল,   ডাহুক- ডাহুকীর প্রেম
বিলীন হয়েছে ঝিনুকের মাঝে মনি- মুক্তা- হেম।
আর দেখিনা বিহগ- বিহগীর দিনভর জলকেলি
যেথা পদ্মেরা জানাইত প্রণাম সেথা উড়িতেছে ধূলি।

কোন দিগন্তে তারা আজ মেলেছে দুটি ডানা
এ পৃথিবীর কোন লোকের নেই সে খবর জানা।
কোথা গেল ঝাঁকে ঝাঁকে টেংরা- পুঁটি- ঝায়া
আমাদের প্রতি ওদের কি নেই একটুও মায়া?

আর চলেনা পাল তোলা নৌকা সারি সারি
মাঝিরা আর গায় না, বাউল- জারি- সারি।
যেথা আগে মাছ চরিত সেথা চরে আজ গরু
চারদিক সব খা খা করে,   হয়ে গেছে সব মরু।

http://www.bangla-kobita.com

যেথা এতদিন ছিল অথৈ জল,   সেথা ফুটেছে তৃণ
এ মাটি কি পানির স্পর্শ পাইবে না কোন দিনও?
বোশেখ গেল জ্যৈষ্ঠ গেল,   এল আষাঢ় শ্রাবণ
তবুও আজ আকাশে হল না বারি বর্ষণ।

গাছ- গাছালী পশু- পাখি চায় সকলে বৃষ্টি
বৃষ্টির জন্য অন্তরিক্ষে চেয়ে আছে সব সৃষ্টি।

বৃষ্টির দিনে

- মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন

বর্ষার দিনে বৃষ্টিতে
আজ তোমায় মনে পড়ে।।
ঝপ,   ঝপাঝপ বৃষ্টির সুরে
মন আনচান করে,
ওগো মন আনচান করে।

বাদল ধারায়
কার ইশারায়
মোর প্রাণে দোলা লাগে,
ওগো প্রাণে দোলা লাগে।

বৃষ্টি শেষে
মেঘলায় বসে
একা ভীষণ লাগে
ওগো একা ভীষণ লাগে।

তোমায় বিনে
একেলা বসে
চেয়ে গগন পানে
বর্ষার দিনে বৃষ্টিতে
আজ তোমায় পড়ে মনে ।।

http://www.bangla-kobita.com

মিনতি

- সজল চৌধুরী

আজি বরষা চলিছে একেলা বহিয়া,
কাঁদিতেছে মন তাই নিভৃতে বসিয়া,
কদমেরা হাসিছে নিজেদের লইয়া,
সময় যায় আমার কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
ক্ষীণ প্রাণ মোর জান হবে অবসান,
তাই মিনতি করছি,   "ওগো ও মহান,
ভবিষ্যতের ভয় আজ জাগিছে মনে,
বর্ষা বর্ষুক একান্ত আমার সামনে।।"

স্রষ্টা মিনতির প্রত্যুত্তরে জানাইলো,
"কোন কালেই যে ছিল না বরষা কারো,
হবেও না কোনদিন তোমার একান্ত,
বর্ষা বহিবে উপরে সবার অনন্ত।"
ওগো, স্রষ্টা তুমি যে নিষ্ঠুর তা বুঝালে,
আর না কভু প্রভু মিনতি তব তরে।।

মাতাল মন

- সায়ন্তিকা চ্যাটার্জী মুখোপাধ্যায়

বৃষ্টিতে আজ মাতলো মন,
পথের ধারে এ কোন বন।
ঘাসের শীষ যে হাওয়ায় দোলে,
ধানের ক্ষেতে আলের ধারে॥

চলছি যে আজ কোনখানে,
নিশানা আর নেই মনে।
রিক্ত শরীর ভিজিয়ে নেওয়া,
প্রাণের খুশি আবার পাওয়া॥

সবাই মিলে একসাথে,
আয় ভিজে নিই মাঝরাতে।
ছেলেবেলার চড়ুইভাতি,
আয় আবার খেলব আজি॥

গ্রীষ্ম শেষে বর্ষা আসে,
দারুণ দহন হাওয়ায় মাতে।
বর্ষা আবার এল ফিরে,
ময়ূর কেবল পেখম মেলে॥

http://www.bangla-kobita.com

সবাই এবার শান্তি পাক,
মনের কালি ধুয়েই যাক।
এমনি ভাবেই বৃষ্টি হোক,
পৃথিবী মা সুখী হোক॥

মিলন হবেই একদিন

- সালু আলমগীর

শ্রাবণের বন্যায় ভেসে যায় সব
এই নদী, এই মাঠ- ঘাট।
যে পুকুরতলা জেগে ছিল এতদিন
বৃদ্ধার বুকের শুকনো মরুভূমি নিয়ে
তার বুকেও আজ থই থই যমুনা
তারও আকুলি- ব্যাকুলি সীমালঙ্ঘনের।
আমার আকাশসূর্যের চোখেও
আজ ভয়ঙ্কর কালো চশমা।
আমার শুকনো পুকুরেও আজ
বৃষ্টির খই ফোটে।
বারবার ফুসে ওঠে দ্রোহের জল।
অসম্ভব আকুলি- ব্যাকুলি
তারও সীমা লঙ্ঘনের।
ভাসিয়ে দেবে সবকিছু
ভাসিয়ে দেবে তোমাকে।
তোমার ফারাক্কা রুখতে পারবে না
কিছুতেই, এই বিদ্রোহী আমাকে।
মিলন হবেই পদ্মা আর গঙ্গার।
আমাদের সুখের বসতি হবে ভাটিতে।
নতুন সংসার হবে।
তুমুল ভালোবাসায়,

http://www.bangla-kobita.com

তোমার পেটে, আমার
কোমল শিশুর ছবি আঁকবে ।
আমাদের উঠুন জুড়ে থাকবে
ভালোবাসার সুখের রোদ্দুর ।
আর, এক আকাশ বুকে ধারণ করা
বঙ্গোপসাগর হবে আমাদের
অনাগত সন্তানের
চিরস্থায়ী নতুন ঠিকানা।

মেঘলা আকাশ

- বিপ্লব রায়

মেঘলা আকাশে
বৃষ্টি এখনি এই বুঝি আসে ,
বাদল চাদরে ঢেকে থাকা রবি জবুথুবু হাসে,
স্নিগ্ধ দৃষ্টি তোমার উপর কতো আর চেয়ে রবে
আমারে লাগিছে ভালো
মন তবু বলে যাবে ।
বাদল ছায়ায় ঢাকিছে পৃথিবী মায়াবী রূপের আঁধারে
তোমাকে ছুঁতে কি যেতে হবে তবে
শোলার ভেলায় চড়ে
সমতল ছেড়ে উঁচু হিমালয় পাহাড়ে ?
মনটা খুবই কোমল
গলে গল গল দিবা না তাহারে প্রেমের ছোবল ,
ধোঁয়ার আকারে উঠিছে কবেই আসমান ঘরে
নদী খাল বিল ডোবা মিঠা পুকুরের জল ।
দখল করিছো গগনের এক কোন
বাতাস বহিছে আদর সহিছে
এতো সুন্দর রূপের চমক খরা মরুভূমি কাঁদিয়া চাহিছে
মোর দুখী কথা শতবার তুই কান পেতে শোন ।
চাঁপাই নদীর কূলে
ও মন মাঝি গো এবার তো জাগো
নদীতে উঠেছে কাঁপুনি তুফানি জোয়ার উঠিছে ফুলে ।

http://www.bangla-kobita.com

মেঘলা আকাশ নাই রে সামাল
ছিঁড়ে গেলো পাল ভাঙ্গলো রে হাল
ভিজালো প্রথম নারিকেল ডাল
মেঘলা আকাশ মাতাল মাতাল ।

মধুরতা

- বিষ পিঁপড়ে

হাওয়ার চরম মধুরতা ,
মধুর গন্ধে মন ভোলে ;
ছলাৎ ছলাৎ বৃষ্টির পানি ,
পায়ের তলে তাল তোলে ।

তাল তুলেছে দীর্ঘ সকাল ,
রোদের ঝিলিক দিয়ে ;
খেলা খেলছে রৌদ্র- ছায়া ,
হাওয়ায় ধুলো নিয়ে ।

তাই মেঘের রাগ গিয়েছে ,
আসল আবার ফিরে ;
কালো হল চৈত্রতা ,
হঠাৎ ধীরে ধীরে ।

কালো হল পথ- ঘাট ,
আলো গেলো নিভে ;
গোধূলির ঐ ডাক পড়েছে ,
সূর্য গেল ডুবে ।

http://www.bangla-kobita.com

দেখা গেল না মেঘের খেলা ,
কোথায় কোথায় খেলে ;
দেখা গেল আলোর নাচন ,
বিজলি চমক দিলে ।

চমক দিল বিজলি আবার ,
চমক দিল জল ;
বৃষ্টি এল হুরমুরিয়ে ,
ধারায় অবিচল ।

মনের শান্ত গহীন কোণে ,
ছোঁয়া দিল হাওয়া ;
এক পশলা জলের ছোঁয়া ,
হলো এবার চাওয়া ।

ছাতা মাথায় শুকনো দেহে ,
বাহিরে পদার্পণ ;
পাজামা শেষে বট্ মেরে ,
শান্ত হল মন ।

ভিজলো এবার শুকনো পা ,
তারই সাথে জুতা ;
মন ভিজলো , গা ভিজলো ,
উড়ে গেল ছাতা ।

পায়ের তলায় তাল তুলিল ,
অবিরাম জলধারা ;
বিজলি এসে মুচকি হেসে ,
হলো মানিকজোড়া ।

থামল হঠাৎ কে জানে ,
গুল্ম , লতা , পাতা ?
বৃষ্টি গেছে তাতে কী !
রয়েছে হাওয়ার মধুরতা ।

http://www.bangla-kobita.com

রিম ঝিম নাচে

- সাইদুর রহমান

রিম ঝিম নাচে মেঘ বালিকা চঞ্চল
শুনি নূপুর ধ্বনি বিজলী ঢাক ঢোল;
ঐ আকাশও যেন উচ্ছ্বাসে ছলছল
পশু পাখির হৃদয়েও সে কি হিল্লোল।

চারিদিকে জল, মুখর ব্যাঙের গানে
দমকা বাতাস এসে বাতায়ন পাশে;
ডাকে যেন আমায়, খেলি বৃষ্টির সনে
সবুজে রূপবতী ধরা লজ্জায় হাসে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাড়াই হাত দু’ টো
পেতে চাই তারই উষ্ণ কোমল ছোঁয়া;
সে কি ! গায়ে ছুড়ে মারে বৃষ্টি এক মুঠো
যেন ঢেলে গেল কত ভালোবাসা মায়া।

বার বার হেন বরষার আয়োজনে
ভাসিও আমাদের তব প্রেম গুঞ্জনে।

রিমঝিম বর্ষা

- বিপ্লবী কবি, এস, এম, মতিউল হাসান(মইন)

রিমঝিম আজ এই বর্ষা
দাঁড়িয়ে একা বারান্দায়
ঝির ঝির বাতাসে
একাকী বসে বড় নীরবতা।
বড় বেশী মেঘলা দুরের আকাশটা
মেঘে মেঘে গর্জন আকাশ জুড়ে
ঝির ঝির বাতাসে
পাতা গুলো ঝরছে পড়ে।
এলো মেলো লাগছে দারুণ মনে
বরষা বরষা বর্ষা
আজ সারাটা দিন কাটছে
কেন এত মন্দা।
কেটেছে বসন্ত কত না ফাগুন
আজ এসেছে আবার বরষার আগমন
কত ফুল ফুটেছে কদম বেলি
চারিদিকে পড়ছে অবিরাম বৃষ্টি।
রিমঝিম বৃষ্টি অপলক দৃষ্টি
দুরের আকাশে
নেই কোন চাঁদের হাসি
মিটি মিটি জ্বলছে জোনাকিরা সবি।
থেমে থেমে পড়ছে আজ

http://www.bangla-kobita.com

অঝরে বৃষ্টি
বিরামহীন বর্ষা আজ সারাদিন
দলবেঁধে মেঘেরা লুকোচুরি খেলছে।
বর্ষা বর্ষা বর্ষা
আজ সারাটা দিন হিমেল হাওয়া
ঝির ঝির বাতাস আর
টিপ টিপ বৃষ্টি।

শ্রাবণের এক আকাশে তিন চাঁদ

- জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

এমনি এক পানকৌড়ি শ্রাবণ সন্ধ্যা বেলায়
আমি
তুমি
আর কৃষ্ণচূড়া,
এক আকাশের তিন চাঁদ
বোধ্য, দুর্বোধ্য, অবোধ্য !

আমি
কোনো এক সরল সরলরেখা, কোন রাখ ঢাক না করেই
সেদিন নির্জন কৃষ্ণচূড়া তলে দুহাত বাড়িয়ে
তোমাকে বলেছিলাম, এই নাও তোমাকে দিলাম,
পারো তো একটু শক্ত করে ধরে রাখো ।
সাক্ষী ছিল সদ্য অস্তগামী সবিতা
ক্রমিক নং এক
আর আমার মনের ভিতরে আকুলি- বিকুলি করা
দু চার চরণ ভুঁইফোঁড় কবিতা
না বলা কিছু শ্রাব্য অশ্রাব্য কথা
আর
এই কনকনে শীতের মাঝেও আমার ললাটের মাঠে
জমাট কয়েক ফোঁটা গোটা গোটা শিশির বিন্দু !

http://www.bangla-kobita.com

একটি শিরোনামহীন বৃষ্টি স্নাত পাখি
আমার কথায় সায় দিয়েছিল
নীরবে সব শুনছিল ভদ্র বাতাস
তুমি কিছুই বললে না,
এক বিঘত সময় আমার ঘর পোড়া মুখের দিকে
তাকিয়ে থেকে
অতঃপর
নীরব প্রস্থান নিলে
এই ভরা শ্রাবণে আমাকে ভিজিয়ে দিতে পারলে না!

এক সময় থেমে এল মুষলধারা
আমি তখনও ঠিক সেই আগের মতোই দাঁড়িয়ে
আর
আমার সাথে দাঁড়িয়ে আছে নির্বাক কৃষ্ণচূড়া
আমি কোন কথা বলছি না
কৃষ্ণচূড়া সেও কোন কথা বলছে না
এমনি করে কখন পেরিয়ে গেল এক কল্প বছর
আমরা কেউ টের পাইনি
দুজনেই নীরবে- নিভৃতে গুনে চলেছি অপেক্ষার কাল প্রহর !!

শ্রাবণের বানে

- জাভেদ আলী

শ্রাবণ বানে বিদীর্ণ হয়ে-
প্রজাপতি ছড়ায় রামধনুর রঙ সপ্ত।
কদম সুগন্ধে বিমুগ্ধ এই ভুবনে,
অরণ্য জাগে সজীবতায় অন্য।
রমণীর আঁচল উড়ে দক্ষিনী বায়ুবাণে,
কিশোরী মন হয় উচ্ছল।
ঝরনা ঝরায় জলপরী হয়ে আপন উজ্জ্বলতা,
কৃষক ঘরে জাগে নবান্ন উৎসব।
ভেজাপাখি মুক্ত আকাশে ছড়ায় আনন্দ, মেলে শুভ্র ডানা,
যেন মুক্ত বিহঙ্গ সে কোন ।
প্রিয় লেখে নীল খামে আবীর পত্র,
মাঝি বাঁধে গীত নব- সপ্ত।
বিষণ্ণতার জাল ভেদে নব উৎসবে,
" এসো !", শ্রাবণ জানাচ্ছে নীল বর্ষা নিমন্ত্রণ !

http://www.bangla-kobita.com

হে বরষা

- আলআমিন স্বপন

প্রফুল্লতা ফুটেছে মুক্ত বিহঙ্গে,
অসীম স্নিগ্ধতা ফুটেছে এ ভুবনও অঙ্গনে।
তৃষ্ণার্ত পৃথিবী মিটিয়েছে তৃষ্ণা,
পূরণ হয়েছে অনন্তকালের সুপ্ত বাসনা।

হে বরষা,
তুমি রাঙ্গিয়েছ সব,
চারিদিকে তোমার আগমনের উৎসব।

নদীমাতৃকার শূন্য কোলে তুমি জোয়ার দিয়েছ,
রংধনুর সাত রঙে তুমি ধরণীরে সাজায়েছ।
প্রান্তরে সবুজের আভাস,
তপ্ত পৃথিবী হয়েছে শীতল, কেটেছে হাহাকার আর সর্বনাশ।

হে বরষা,
তুমি রাঙ্গিয়েছ সব,
চারিদিকে তোমার আগমনের উৎসব।

বৃষ্টি নূপুর

- মিসবাহ কামাল শুভ্র

অলস দুপুর- টাপুর টুপুর
বৃষ্টি নূপুর রিনঝিনিয়ে,
বাতাসে বলছে কথা
মেঘলা প্রহর, ঝরছে অঝর
রিমঝিমিয়ে, ' ,

আঁধারীর সৈন্য হয়ে বিজলী ফুড়ে
আলোর মিছিল মেঘের দেশে!
মেঘদূত বৃষ্টি নামায়
সবুজ পাড়ায়,
শুকনো শহর ধূলির শেষে।

নগরী ঠায় দাড়িয়ে ভিজছে অঝর
ব্যস্ততাকে থমকে দিয়ে!
রোদে পোড়া জেব্রা ক্রসিং,
ধূসর রাজপথ
বৃষ্টি স্রোতে যাচ্ছে ধুয়ে।

কফি- শপে অবেলার গল্প জমে,
বৃষ্টির ছাঁটে উচ্ছ্বাস রাঙ্গা প্রেয়সীর নীল চোখটি চেয়ে!
তবু না বলা হয়না বলা

http://www.bangla-kobita.com

বাড়ছে বেলা!
মেঘ বিলাসীর হাতটি ছুঁয়ে।

নাগরিক এ উপকূলে
নতজানু কাশফুল যায় দুলে,
শনশন অবিরাম কথা বলে
টিপটিপ বেপরোয়া সূর তোলে।
খোলা জানালায় মেঘফুল যায় ঘুরে,
ঝিরঝিরে হাওয়ায় প্রেমিকার চুল উড়ে!
যেন বৃষ্টির ঘ্রাণ প্রেমিকার দেহ জুড়ে,
টানে ভিত প্রেমিকের অসহায় মন ফুড়ে!

নিভে নিভে জ্বলা সবুজ পাড়া
নগরীর বুকে স্বপ্ন ধূসর-
যেন না থামা নির্ঝর
অলস রিমঝিম ঝরছে অঝর,
টিপ টিপ গানে ঘুমিয়ে পরা ক্লান্ত শহর!
ছুঁয়ে ছুঁয়ে বৃষ্টি গোনা,
আড্ডায় গানে সন্ধ্যা প্রহর!

শুধু মেঘে মেঘে না ভাঙ্গা স্বপ্ন থাক বেঁচে থাক
নগরী আর সবুজ পাড়ায়
হাজার বছর!

তবে কী বর্ষা আসবেনা

- আনিছুর রহমান

বর্ষা ডামাডোলে এসো,   তোমায় স্বাগত!
কালো মেঘ ঝড় বেগে বৃষ্টি হয়ে নামো
ধুয়ে মুছে নিয়ে যাও পাপের সমুদ্র;
দুঃখ দশা নষ্ট অসার কষ্ট দারিদ্র-
খুন,   কলুষ যত আছে নগ্ন চরিত্র,
স্বাধীন বাংলার মাটি মা রাখো পবিত্র
হারায়না যেন কারো সম্ভ্রম সতীত্ব-
রাজ পথ রাখো চিল ও শকুন মুক্ত।

জাগ্রত করো সদা সকল মনুষ্যত্ব;
আকাশে বাতাসে সুশীতল ছায়া আনো
শক্তি সাহস বর্ষাও মজলুমদের-
খুশি বন্যায় ভরাও গরিবের ঘর,
পুষ্প পল্লবে ছড়ে দাও যত উর্বর-
নদী নালা খাল বিল শান্তি সরোবর।

http://www.bangla-kobita.com